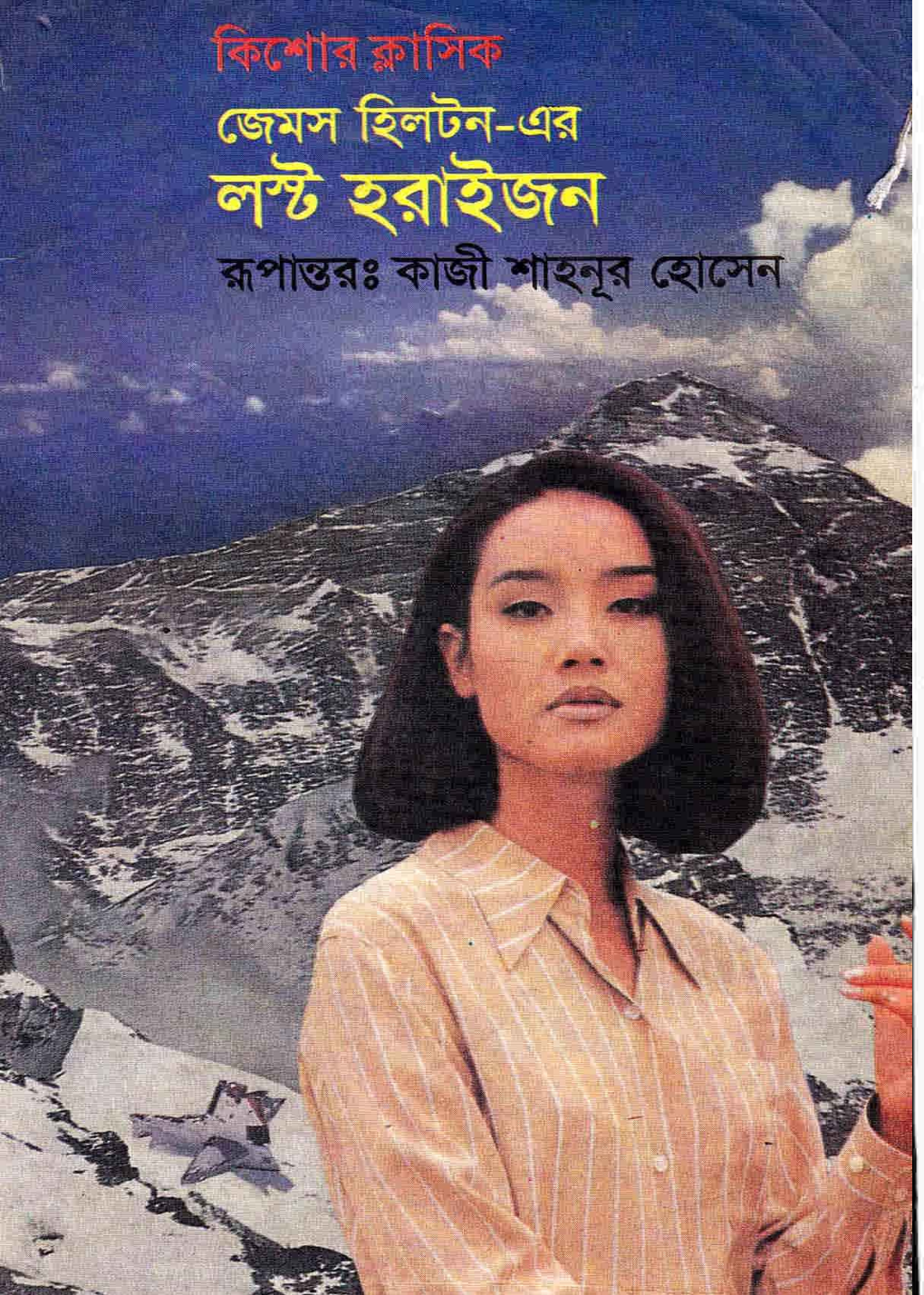

পূর্ব কথা

রাদারফোর্ড, উইল্যাণ্ড আর আমি স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম। কিন্তু মাঝে বহু বছর আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। এবছরগুলোয় ওদের ব্যাপারে খুব সামান্যই খোঁজ খবর পেয়েছি। শুধু এটুকু জেনেছি রাদারফোর্ড বই-টই লেখে আর উইল্যাণ্ড এশহর অর্থাৎ বার্লিনের ব্রিটিশ দূতাবাসে চাকরি করছে।

যাহোক, এইমাত্র ডিনার সেরেছি আমরা তিনজন। সন্ধেটা চমৎকার কাটছে। জায়গাটা টেমপেলহফ এয়ারপোর্ট। বিশাল বিমানগুলো ইউরোপের বিভিন্ন শহর থেকে এসে নামছে ঘাঁটিতে—স্পষ্ট দেখছি আমরা। একটি ইংলিশ বিমানকেও নামতে দেখেছি। পরে ওটার পাইলট আমাদের টেবিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উইল্যাণ্ডকে সালাম দিল। লোকটির পরনে এখনও ফ্লাইং ক্লোদস। উইল্যাণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে চেনেনি ওকে। পরে চিনতে পেরে আমাদের টেবিলে আমন্ত্রণ জানাল, সবার সঙ্গে সেই পাইলট ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিল। উচ্ছল যুবকটির নাম স্যাণ্ডার্স। উইল্যাণ্ড প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি বলে দুঃখ প্রকাশ করল। হাসল স্যাণ্ডার্স।

'চেনাটা কঠিন,' বলল ও। 'এই পোশাকে সবাইকেই একরকম দেখায়। তবে আমিও বাসকুলে ছিলাম সেটা ভোলেননি তো?'

উইল্যাণ্ড হাসল যদিও তবে ফুটল না হাসিটা। দ্রুত অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ও। খানিক পরেই কার সঙ্গে যেন কথা বলার জন্যে অন্য একটি টেবিলে গেল উইল্যাণ্ড। রাদারফোর্ড এই সুযোগে ফিরল স্যাণ্ডার্সের দিকে।

'বাসকুলের কথা বলছিলেন আপনি,' বলল ও। 'জায়গাটা আমিও খানিকটা চিনি। আপনি যে বললেন, "আমিও বাসকুলে ছিলাম সেটা ভোলেননি তো?" এর মানে কি?'

'ও, এমন কিছু না। এয়ার ফোর্সে যখন ছিলাম তখনকার একটা

ঘটনা,' বলল স্যাণ্ডার্স। 'এক লোক আমাদের একটা প্লেন চুরি করেছিল। অফিসাররা খুব খেপেছিলেন। খেপাই স্বাভাবিক। ওই লোকটা পাইলটের মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে। তারপর তার পোশাক পরে নিয়ে ককপিটে উঠে বসে। ব্যাপারটা কেউই দেখতে পায়নি। যা যা দরকার সব রকম সিগন্যাল দিয়ে প্লেন নিয়ে উড়ে যায় সে। গণ্ডগোলটা বাধল তখনই যখন ও আর ফিরে এল না।'

রাদারফোর্ড উৎসাহী হলো।

'কবেকার ঘটনা এটা?'

'এই বছরখানেক হবে। মে, উনিশ শো একত্রিশ। সিভিলিয়ানদের বাসকুল থেকে পেশাওয়ারে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। পেশাওয়ারে তখন যুদ্ধ চলছিল জানেনই তো।'

রাদারফোর্ডের কৌতূহল আরও বাড়ল।

'আমার ধারণা এধরনের পরিস্থিতিতে একটা প্লেনের দায়িত্বে একাধিক লোক থাকে। ভুল বললাম?'

'উঁহুঁ, সাধারণ প্লেন হলে তো তেমন ব্যবস্থাই থাকে। কিন্তু ওটা ছিল এক মহারাজার, বিশেষ ভাবে তৈরি,' জবাব দিল স্যাণ্ডার্স।

'আপনি বলছেন ওটা পেশাওয়ারে পৌঁছেনি?'

'পেশাওয়ার কেন কোনখানেই পৌঁছেনি। সেখানেই তো রহস্যটা। আমার মনে হয় ওই প্লেনের সবাই মারা পড়েছে। পাহাড়গুলোয় এমন এমন সব জায়গা আছে যেখানে প্লেন ক্র্যাশ করলে আর খুঁজে পাওয়ার চান্স নেই।'

'হ্যাঁ, জানি। প্যাসেঞ্জার ছিল কজন?'

'খুব সম্ভব চারজন। তিনজন পুরুষ, একজন মহিলা।'

'পুরুষদের কারও নাম কি কনওয়ে ছিল?' জানতে চাইল রাদারফোর্ড। বিস্মিত দেখাচ্ছে স্যাণ্ডার্সকে।

'হ্যাঁ, কিন্তু··· কিন্তু আপনি চেনেন তাকে?'

'দুজনে এক সঙ্গে পড়তাম,' জানাল রাদারফোর্ড। এক মুহূর্ত নিশ্চুপ রইল ও, ভাবছে। তারপর বললঃ 'কাগজে আসেনি ঘটনাটা, তাই না? কেন এল না জানেন?'

স্যাণ্ডার্সকে দেখে মনে হলো অস্বস্তিবোধ করছে।

'আসলে,' বলল ও, 'আপনাকে অনেক বেশি বলে ফেলেছি আমি। ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছিল। যার ইচ্ছে সে-ই আমাদের প্লেন চুরি

www.BanglaBook.org

করতে পারছে—লজ্জার কথা নয়? সরকারী লোকজন শুধু জানিয়েছে একটা প্লেন উধাও হয়েছে, ব্যস।'

এসময় উইল্যাণ্ড আবার এসে যোগ দিল। স্যাণ্ডার্স চাইল তার দিকে।

'ইনি কনওয়েকে চেনেন,' রাদারফোর্ডকে দেখিয়ে বলল ও। 'বাসকুলের ঘটনাটা নিয়ে আলাপ করছিলাম।'

উইল্যাণ্ডের চোখ গেল রাদারফোর্ডের চোখে।

'আর কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বোলো না,' বলল উইল্যাণ্ড। 'আমাদের জন্যে খুব অপমানকর ব্যাপার। কনওয়েকে কি স্কুল থেকে চেনো?'

'অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পরিচয় হয়েছিল। পরেও বার কয়েক দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে,' জবাব দিল রাদারফোর্ড, 'তুমি চেনো ওকে?'

'একে চেনা বলে না,' বলল উইল্যাণ্ড। 'দু একবার দেখা হয়েছে। তবে তাতেই বুঝেছি লোকটা চালাক, খুব বুদ্ধিমান।'

রাদারফোর্ড মৃদু হাসল।

'ঠিকই বলেছ। ইউনিভার্সিটিতে খুব নাম করেছিল। ওর মত এত ভাল পিয়ানিস্ট আমার চোখে আর পড়েনি। তবে ওর কিছু অদ্ভুত ব্যাপারও ছিল। সুনামের মোহ দেখিনি ওর মধ্যে। অক্সফোর্ড থেকে বেরিয়ে কি করেছে ও?'

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই বেশিরভাগ সময়টা কাটিয়েছে,' উইল্যাণ্ড বলল। 'আহত হয়েছিল, তবে তেমন গুরুতর রকমের নয়। যুদ্ধের পর বোধহয় এশিয়ায় গিয়েছিল। চাইনিজ সহ বেশ কটা এশিয়ান ভাষা জানত ও।'

খানিক বাদে যাবার জন্যে উঠল রাদারফোর্ড। রাত ঘনাচ্ছে। আমিও বিদায় নিলাম। পরদিন কাক ভোরে ট্রেন ধরব। রাদারফোর্ড আমাকে ওর হোটেলে রাতটা থেকে যেতে বলল। সীটিং রুমে বসে গল্প করার লোভ দেখাল।

'তুমি চাইলে কনওয়ের ব্যাপারে আলাপ-সালাপ হতে পারে,' যোগ করল ও। 'লোকটা খুব ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার।'

ট্যাক্সি নিয়ে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে হোটেলের উদ্দেশে এগোচ্ছি।

'বাসকুলের ঘটনাটা সম্পর্কে স্যাণ্ডার্সের কথাগুলো ভেবে দেখবার মত। এসব কথা আগেও শুনেছিলাম, বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস করার কোন কারণও পাইনি।'

হোটেলে না পৌঁছা তক চুপ রইল ও। সীটিং রুমে জাঁকিয়ে বসার পর

মুখ খুলল আবার এবং চমকে দিল আমাকে।

'কনওয়ের সঙ্গে গত নভেম্বরে শাংহাই থেকে হনোলুলু পর্যন্ত ট্র্যাভেল করেছি। একটা জাপানী জাহাজে চেপে।'

'নভেম্বর?' জিজ্ঞেস করলাম। মনে পড়ল, মে মাসে বিমানটা চুরি গিয়েছিল।

'হ্যাঁ, নভেম্বর,' বলল রাদারফোর্ড। 'হ্যাঙ্কোতে এক বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম। ফিরছিলাম পিকিং এক্সপ্রেসে। ট্রেনে ফরাসি মঠের এক মাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে গল্প জমে গেল। তিনি ফিরছিলেন চুং কিয়াং-এ, তাঁর মঠে। ওখানকার ছোট্ট হাসপাতালটার কথা বলেছিলেন তিনি। ক সপ্তাহ আগে নাকি জ্বরে কাবু এক লোককে নিয়ে আসা হয় ওখানে। লোকটা ইউরোপীয়ান। নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারেনি সে। সঙ্গে কোন কাগজপত্রও ছিল না যে পরিচয় জানা যাবে। লোকটা চোস্ত চাইনিজ আর ফ্রেঞ্চ বলে। ইংরেজিতে প্রথমে কথাবার্তা বলছিল। পরে বুঝতে পারে মাদাররা ফরাসি। লোকটা নাকি খুবই অসুস্থ ছিল, স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল।

'ট্রেন চুং কিয়াং-এ পৌঁছলে মাদার সুপিরিয়র বিদায় নিলেন। সুযোগ পেলে তাঁর মঠে বেড়াতে যাওয়ার আমন্ত্রণও জানালেন। তখন সময় ছিল না কিন্তু ঘটনাচক্রে মাত্র কয়ঘণ্টা পরেই ফিরতে হলো চুং কিয়াং-এ। কয়েক মাইল যাওয়ার পরেই ট্রেন থামতে বাধ্য হলো। ইঞ্জিনের গোলমাল। বহু কষ্টে ঠেলে ঠুলে আমাদের ফিরিয়ে আনল স্টেশনে। জানা গেল অন্তত বারো ঘণ্টার আগে নতুন ইঞ্জিন আনা সম্ভব নয়। হাতে প্রচুর সময়; ভাবলাম মঠটা একবার দেখেই আসি।

'গেলাম। ওরা খুশিই হলো। ওদের সঙ্গে খাওয়া সারলাম। তারপর এক চাইনিজ ডাক্তার আর মাদার সুপিরিয়র হাসপাতালটা ঘুরে দেখার জন্যে নিয়ে গেল আমাকে। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা। বোঝা যায় কড়া তদারকি করা হয়। সেই রহস্যময় ইউরোপীয়ান রোগীটির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এসময় মাদার সুপিরিয়র বললেন আমরা তার সঙ্গে দেখা করতেই যাচ্ছি। তিনি আমাকে লোকটির সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে অনুরোধ করলেন। তো, দেখা হলে লোকটিকে বললাম, 'গুড আফটারনুন।' আমার দিকে চাইল ও। পাল্টা 'গুড আফটারনুন' বলল। লোকটার কথাবার্তা শুনে শিক্ষিত বলে মনে হলো। হঠাৎ চিনেও ফেললাম ওকে। কনওয়ে। ওর নাম ধরে ডাকলাম। নিজের নামটাও বললাম। আমার দিকে

বোকার মত চেয়ে রইল। চেনেনি। তবে আমি শিয়োর ছিলাম, ভুল করিনি। মাদার সুপিরিয়র আর ডাক্তার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, আমি ওকে চিনতে পেরেছি বুঝে। ওর ব্যাপার নিয়ে ওঁদের দুজনের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপও করলাম। কিন্তু তাঁরাও কনওয়ের অসুস্থ অবস্থায় চুং কিয়াঙে আসা সম্বন্ধে কোন ধারণা দিতে পারলেন না।

'দু সপ্তাহ কাটালাম ওখানে। উদ্দেশ্য ছিল কোনভাবে যদি ওর স্মৃতিশক্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারি। সফল হইনি, তবে ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো ওর। দুজনে অনেক গল্পও করলাম। ওকে জানালাম কি ওর পরিচয়। ও তর্ক করল না। যখন বললাম ওকে সঙ্গে করে ইংল্যাণ্ডে ফিরব তখন খুব শান্তভাবে সম্মতি জানাল।

'তো, একসঙ্গেই চীন ছাড়লাম। ইয়াং সি নদী পেরিয়ে নানকিঙে গেলাম। সেখান থেকে ট্রেনে শাংহাই। সে রাতে একটা জাহাজ ছাড়ছিল, আমেরিকার উদ্দেশে। ওটাতেই উঠে পড়লাম আমরা।'

রাদারফোর্ড ভেবে নেয়ার জন্যে এক মুহূর্ত থামল। তারপর আবার শুরু করলঃ 'জাহাজে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ল। ওর সম্বন্ধে যা যা জানি সব জানালাম। মনোযোগ দিয়ে শুনল। একটা আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে ও কিন্তু শেখা ভাষাগুলো ভোলেনি। আমাকে বলল ভারতে গেলে ওর জন্যে ভাল হয়। কারণ, হিন্দী জানা আছে ওর।

'ইয়োকোহামায় আরও লোকজন উঠল। বিখ্যাত পিয়ানিস্ট সিভেকিংও ছিলেন তাদের মাঝে। এক রাতে সবাইকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন। কনওয়েকে নিয়ে আমিও গেলাম। চমৎকার বাজাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। কনওয়েকে দু একবার তারিফের ভঙ্গিতে মাথাও দোলাতে দেখলাম। মনে পড়ল, অক্সফোর্ডে থাকতে ও নিজেই দারুণ পিয়ানো বাজাত। সিভেকিং এরমধ্যে অনুষ্ঠান শেষ করে দরজার দিকে এগোচ্ছেন। ঠিক তখনই ঘটল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কনওয়ে পিয়ানো বাজাতে বসে পড়ল। এমন একটা বাজনা তখন বাজাচ্ছে ও যেটা ঠিক মনে করতে পারছি না আমি। সিভেকিং কিন্তু ফিরে এলেন। বিহ্বল। জানতে চাইলেন ও কোন্ সুর বাজাচ্ছে। অনেকক্ষণ টু শব্দটিও করল না কনওয়ে। তারপর শেষমেষ জানাল ওটা চপিনের সুর।

'আমি,' বললেন সিভেকিং, 'চপিনের সব সুরই চিনি। এটাও জানি আপনি এইমাত্র যেটা বাজালেন সেটা তাঁর সৃষ্টি নয়। অবশ্য তাঁর সুরের সঙ্গে এটির আশ্চর্য মিল। তবু বলতে পারি এটি তাঁর নয়। আপনি আমাকে

www.BanglaBook.org

দেখাতে পারবেন কোথায় লেখা আছে এই সুর?' কনওয়ে হতবাক হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কখনও ছাপা হয়নি এই সুর। আসলে চপিনের এক শিষ্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। আরেকটা সুর জানি আমি···এটাও আগে কোথাও ছাপা হয়নি।'

আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে চাইল রাদারফোর্ড। বলছে, 'নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারছ কনওয়ের মিউজিক শুনে সিভেক্কিং কি পরিমাণ অবাক হয়েছিলেন? সবচেয়ে বড় রহস্য হচ্ছে চপিন মারা গেছেন আঠারোশো উনপঞ্চাশে।

'কনওয়ে চপিনের ছাত্রের কথা যা বলেছে তা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সুরটা তো আর মিথ্যে নয়। সিভেকিং বললেন ওই সুর দুটো ছাপা হলে কারও বাপের সাধ্য নেই যে বলে ও দুটো চপিনের নয়।

'কনওয়েকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। সে রাতেই স্মৃতি ফিরে পেল ও। আমি তখন জেগেই ছিলাম, এপাশ ওপাশ করছি। কনওয়ে আমার ঘরে এসে স্মৃতি ফেরার কথা জানাল। ওর চেহারায় বিষাদের ছায়া। সবই নাকি মনে করতে পারছে ও। সিভেকিঙের পিয়ানো শোনার সময় স্মৃতি ফিরতে শুরু করে ওর। আমার বিছানার কোণে বসে একটানা কথা বলে যেতে লাগল ও। বাধা না দিয়ে শুনে গেলাম। খানিক বাদে উঠে ওকে নিয়ে ডেকে চলে গেলাম। বকবক করেই চলেছে ও। ওর সব কথা বলা শেষ হলো পরদিন সকালে। মনটা রীতিমত খারাপ দেখলাম ওর। কথা বলে হালকা হতে চাইছিল। পরদিন মাঝরাতে হনোলুলুতে জাহাজ ভেড়ার কথা। সারাটা দিন আমার সঙ্গে কাটাল ও। কিন্তু রাত দশটার দিকে সেই যে গেল তারপর আর ওকে দেখিনি।'

'তবে কি···?' বলতে চাইলাম আমি। গভীর সমুদ্রের কথা ভাবলাম। ডুবে মরেনি তো?

রাদারফোর্ড যেন আমার মনের কথাটা বুঝেছে। হাসল ও।

'আরে না, আত্মহত্যা করেনি। পালিয়েছে! পরে জেনেছি ফিজিগামী অন্য একটা জাহাজে চেপেছিল।'

'কিভাবে জানলে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তিন মাস পরে ব্যাংকক থেকে আমাকে চিঠি লিখেছিল। একটা চেকও পাঠিয়েছিল। ওর জন্যে যা খরচ করেছি তা কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিয়েছে। উত্তর-পশ্চিমে নাকি রওনা দিচ্ছে ও। ব্যস, ওই পর্যন্তই।

'ওর কাহিনী আগ্রহী করে তুলেছিল আমাকে। জাহাজে ওর সঙ্গে যে কথা হয়েছে তা টুকে নিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল সাজিয়ে গুছিয়ে পরে প্রকাশ করব।'

স্যুটকেসের ডালা খুলল রাদারফোর্ড। এক তাড়া টাইপ করা পাণ্ডুলিপি বার করল।

'এই যে। এটা পড়ে তোমার মতামত জানিয়ো।'

পাণ্ডুলিপিটা আগ্রহভরে নিলাম। অসটেণ্ডের পথে ট্রেনে পড়লাম ওটা।

www.BanglaBook.org

BanglaBook.org

Bangla Book.org

www.BanglaBook.org

এক

মে-র তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ বাসকুলের যুদ্ধাবস্থার আরও অবনতি ঘটল। বিশ তারিখে বেশ অনেকগুলো বিমান নামল, ইউরোপীয়ানদের পেশাওয়ারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে বিশাল সব বিমানে করে যাত্রীদের উড়িয়ে নেয়া হবে। তবে কটা ছোট বিমানও রয়েছে। একটি ধার দিয়েছেন চন্দাপুরের মহারাজা। ওটায় চাপল চারজন যাত্রী ঃ মিস রবার্টা ব্রিংকলো, আমেরিকান নাগরিক হেনরী ডি বার্নার্ড, ব্রিটিশ কনসল এইচ. কনওয়ে, ব্রিটিশ ভাইস কনসল ক্যাপ্টেন চার্লস ম্যালিনসন।

কনওয়ের বয়স সাঁইত্রিশ। বাসকুলে দু বছর যাবত চাকরিরত। ইংল্যাণ্ডে ক মাস ছুটি কাটিয়ে এসেছে। এবার তাকে অন্যত্র পাঠানো হবে। লম্বা, রোদে পোড়া লোকটির বাদামী চুল আর ধূসর-নীল চোখে ক্লান্তির ছাপ। গত চব্বিশটা ঘণ্টা প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে তার ওপর দিয়ে। এ মুহূর্তে পালাতে পেরে হাঁপ ছেড়েছে সে। বিমান যখন উড়ল তখন সে চোখ মুদে নিজের আসনে বসা। যাত্রীবহুল কোন বিমানে চাপতে হয়নি বলে মনে ফুর্তি তার।

ঘণ্টাখানেকের বেশি ওড়ার পর ম্যালিনসন মুখ খুলল।

'মনে হয় আমরা ভুল পথে যাচ্ছি,' বলল সে। কনওয়ের ঠিক সামনে বসেছে ও। পঁচিশ ছাব্বিশের মত বয়েস। কনওয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্যে কয়েকবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কনওয়ে গরজ দেখায়নি। এখন ঘুম জড়ানো চোখ দুটো সামান্য মেলে সে জানাল পাইলট ভুল করবে না।

আধঘণ্টা পরে আবার কথা বলে উঠল ম্যালিনসন।

'ফেনার আমাদের পাইলট নয়?' কনওয়েকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, ও-ই তো।'

'লোকটা এইমাত্র ঘাড় ফিরিয়েছিল,' বলল ম্যালিনসন। 'ফেনার নয়।'

'তবে হয়তো অন্য কেউ হবে,' সহজ গলায় বলল কনওয়ে। 'যে হয় হোক, কি আসে যায়?'

'কিন্তু কে এ?'

'আমি জানব কিভাবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল কনওয়ে। 'এয়ার ফোর্সের সবার চেহারা চিনে রাখা কি সম্ভব?'

'আমি ওদের প্রায় সবাইকেই চিনি। কিন্তু একে আগে কখনও দেখিনি,' নাছোড়বান্দার মত বলল ম্যালিনসন।

'তবে যাদের চেনো না এ হয়তো তাদেরই একজন,' মৃদু হেসে বলল কনওয়ে। তারপর যোগ করলঃ 'পেশাওয়ারে পৌঁছে পাইলটের সঙ্গে আলাপ করে ওর পরিচয় জেনে নিয়ো।'

'এই গতিতে চললে জীবনেও পেশাওয়ারে পৌঁছব না আমরা। আমার মন বলছে ও পথ হারিয়ে ফেলেছে।'

ঠিক তখুনি নামতে শুরু করল বিমান।

'হায় ঈশ্বর!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ম্যালিনসন। জানালা দিয়ে নিচের দিকে চেয়ে রয়েছে। 'ওই দেখুন!'

চাইল কনওয়ে। যা দেখবে আশা করেছিল তার কিছুই দেখতে পেল না।

বাড়ির সারির পরিবর্তে যা রয়েছে তা হচ্ছে ধু-ধু মরুভূমি। আর দূরে পাথুরে পাহাড়গুলোর চূড়া। এ জায়গা কিছুতেই পেশাওয়ার নয়।

'কোথায় এলাম?' স্বগতোক্তি করল কনওয়ে। তারপর শান্তস্বরে ম্যালিনসনকে বলল, 'তোমার কথাই ঠিক। লোকটা পথ ভুল করেছে।'

প্রচণ্ড গতিতে নিচে নামছে বিমান। বাতাসের উষ্ণতাও বাড়ছে। সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে ঝাঁকুনির তীব্রতা। যাত্রী চারজন নিজেদের সিটের হাতল আঁকড়ে ধরে বসে আছে।

'ও বোধহয় নামতে চাইছে!' আমেরিকান লোকটি চেঁচাল।

'পারবে না!' জবাব দিল ম্যালিনসন। 'অমন পাগলামি চিন্তা করলে প্লেন ক্র্যাশ করবে আর—'

কিন্তু পাইলট ল্যাণ্ড করল। ছোট একটা উপত্যকার পাশে এক ফালি জমিতে দক্ষতার সঙ্গে বিমানটি নামিয়ে আনল। মুহূর্তে পাগড়িধারী দাড়িওয়ালা উপজাতিরা চারদিক থেকে এসে ঘিরে ধরল। পাইলট ছাড়া আর কাউকে বিমান থেকে নামতে দিল না ওরা। পাইলট নেমে গিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। কনওয়ে এবার নিশ্চিত হলো, লোকটি ফেনার নয়। সে ইংরেজ হওয়া তো দূরের কথা ইউরোপীয়ানও নয়। ইতোমধ্যে বেশ কয়েক ক্যান পেট্রল এনে ঢালা হয়েছে প্লেনের ট্যাঙ্কে। চারজন বন্দী যাত্রীর হৈ-হল্লায় কান দিল না কেউ।

www.BanglaBook.org

ট্যাঙ্কে তেল ভরা হয়ে গেলে এক ক্যান পানি বিমানের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল ওরা। যাত্রীদের কোন প্রশ্নেরই জবাব দেয়া হলো না। অবশ্য উপজাতীয় লোকগুলোকে তাই বলে শত্রুভাবাপন্ন ভাবতে পারল না যাত্রীরা। এদিকে পাইলট আবার চেপেছে ককপিটে। যাত্রা শুরু হলো আবার। বিমানটি বহুদূর উঠে পুবে ফিরল। তখন মধ্য দুপুর।

সূর্য দেখে দিক আন্দাজ করছে যাত্রীরা। পুব দিকেই যাচ্ছে বিমান। মাঝে মধ্যে কেবল উত্তরে বাঁক নিচ্ছে। কনওয়ে বুঝে পেল না কোনদিকে যাওয়া হচ্ছে। চোখ বুজল ও, তবে ঘুমাল না। এই বিদঘুটে পরিস্থিতির কথা ভাবছে। ভাল বিপদেই পড়েছে ওরা। সবচেয়ে বেশি চিন্তা হচ্ছে মহিলা যাত্রীটিকে নিয়ে। এটা নিশ্চিত, ওদের কিডন্যাপ করা হয়েছে মুক্তিপণের জন্যে। পুরো ব্যাপারটিকেই পরিকল্পনা মাফিক সাজানো হয়েছে। ফলে খুব সম্ভব দুর্ব্যবহার করা হবে না ওদের সঙ্গে। তবে এটাও ঠিক, মুক্তিপণের টাকা না পৌঁছা তক ভুগতে হবে প্রচুর। তাছাড়া এটাও সে বুঝছে, সহযাত্রীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ম্যালিনসনকে বিশেষ করে চিন্তিত, উত্তেজিত দেখাচ্ছে। সময় যত গড়াচ্ছে অস্থিরতা তত বাড়ছে তার। কনওয়ের নির্লিপ্ত মনোভাব আরও বেশি ক্ষুব্ধ করে তুলছে তাকে।

'কি ব্যাপার? আমরা চুপ করে বসে থাকব নাকি এই পাগলটাকে ঠেকানোর চেষ্টা করব? জানালা ভেঙে ওকে কেন বন্দী করছি না আমরা?'

'ওর কাছে পিস্তল আছে, আমাদের নেই,' বলল কনওয়ে। 'তাছাড়া প্লেন কিভাবে ল্যাণ্ড করাতে হবে তাও জানি না আমরা।'

'সেটা তেমন কঠিন কিছু নয়। আমি জানি, আপনি পারবেন।'

'আমার ওপর তোমার এত ভরসা কেন, ম্যালিনসন?' যুবকটির ওপর বিরক্ত বোধ করতে শুরু করেছে কনওয়ে।

'লোকটাকে অন্তত প্লেন নামাতে তো বাধ্য করা যায়,' বলে চলেছে ম্যালিনসন। ক্রমশ আরও উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

'কাজটা কিভাবে করব তুমিই বলে দাও,' ঠাণ্ডা শোনাল কনওয়ের গলা।

'ওতো ওখানে আছে, তাই না? বসে বসে ওর পিঠ দেখতে আর ভাল্লাগছে না। ওর মতলবটা কি সেটা বলতে বাধ্য করব আমরা।'

'বেশ, চেষ্টা করে দেখি,' বলল কনওয়ে।

কেবিন আর ককপিটের মধ্যখানে ছোট একটা জানালা। ওটাই

যাত্রীদের সঙ্গে পাইলটের যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থা। কনওয়ে এগিয়ে গিয়ে জানালার কাঁচে টোকা দিল। জবাব যা আশা করেছিল তাই পেল। লোকটা ফিরে পিস্তল সোজাসুজি তাক করেছে ওর দিকে। একটি কথাও উচ্চারণ করল না সে। কনওয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে ভালমানুষের মত ফিরে এল নিজের সিটে।

ম্যালিনসন ঘটনাটা দেখেছে। খানিকটা সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে তাকে।

'গুলি করার সাহস পেত না ও,' বলল সে।

'হয়তো তাই,' সম্মতি জানাল কনওয়ে। 'তবে পেত কি পেত না সেটা তোমার গিয়ে নিশ্চিত করা উচিত।' ম্যালিনসনকে সিগারেট অফার করল ও। 'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি,' নরম করে বলল কনওয়ে। 'কিন্তু এ মুহূর্তে আমাদের কিছুই করার নেই।'

কনওয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম যখন ভাঙল তখন চেয়ে দেখে অন্যরাও ঘুমাচ্ছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। আকাশ পরিষ্কার। শেষ বিকেলের আলোয় প্রকৃতি তার শোভা ছড়াচ্ছে। বহুদূর দিগন্তে তুষার ঢাকা পর্বতের সারি, যেন মেঘের ভেলায় ভাসছে। চোখ জুড়িয়ে গেল কনওয়ের। শ্বেতশুভ্র পাহাড়গুলো বিশাল প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে ওদের রঙ। এইমাত্র সূর্যের আলো স্পর্শ করল পাহাড়গুলোকে। ছড়িয়ে পড়ল দারুণ ঔজ্জ্বল্য।

কনওয়ে ঠায় বসে রয়েছে। বুঝতে চাইছে কোথায় চলেছে ওরা। ম্যাপ বার করে দূরত্ব, সময়, গতি নির্ণয় করার চেষ্টা করতে লাগল। খানিক বাদে সংবিৎ ফিরে পেয়ে চেয়ে দেখে অন্যদের ঘুম ভেঙেছে। ওর দিকে প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে রয়েছে তারা।

দুই

কনওয়ে আঙুল দেখাল পর্বতগুলোর দিকে। দীর্ঘক্ষণ ওদিকে চেয়ে রইল যাত্রীরা। নির্বাক। বিস্মিত।

শেষ পর্যন্ত বার্নার্ড ফিরল কনওয়ের দিকে।

'আমরা এখন কোথায় বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমার ধারণা এখনও ভারতেই আছি,' জবাব দিল কনওয়ে। জানাল,

www.BanglaBook.org

বেশ ক'ঘণ্টা যাবত পুবে উড়ে চলেছে ওরা। এত বেশি ওপর দিয়ে উড়ছে বিমান যে নিচের দৃশ্য ভালমত দেখার উপায় নেই। তবে খুব সম্ভব কোন উপত্যকাকে অনুসরণ করছে পাইলট। কাছেই হয়তো নদী আছে। 'হতে পারে, সিন্ধু নদ,' যোগ করল সে।

'এ জায়গাটা চিনতে পারলেন?' বার্নার্ড জানতে চাইল।

'না—এর আশেপাশে আগে কখনও আসিনি। তবে ওটা নাঙ্গা পর্বত হলে অবাক হব না,' বলল কনওয়ে। জানালা দিয়ে আঙুলের ইশারা করল।

'আমার মনে হচ্ছে প্লেনটা ওই পাহাড়গুলোর দিকে যাচ্ছে,' বলল বার্নার্ড। 'ওগুলোর নাম কি?'

'কারাকোরাম হতে পারে,' জানাল কনওয়ে। 'ওপাশে অনেকগুলো পথ আছে। আমাদের পাইলট চাইলে সহজেই যেতে পারবে।'

'আমাদের পাইলট মানে?' প্রায় চেতে উঠল ম্যালিনসন। 'বলুন পাগল লোকটা! বদ্ধ পাগল ছাড়া এমন জায়গায় আসে আর কেউ?'

'খুব ভাল পাইলট ছাড়া আসতে পারবেও না,' বলল বার্নার্ড। 'এগুলো বোধহয় দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু পর্বত।'

'হ্যাঁ—তবে স্বীকার করতেই হবে খুব পরিকল্পিত পাগলামি,' ম্যালিনসনের উদ্দেশে বলল কনওয়ে। তারপর হঠাৎই যেন উপলব্ধি করল ভাজর ভাজর করতে মন চাইছে না। গোটা পরিস্থিতিটা মারাত্মক, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই মুহূর্তে আলোচনা করে কোন ফায়দাও হবে না। ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে না দিয়ে উপায় নেই।

আরেকবার ফিরে জানালা দিয়ে বাইরে চাইল ও। সূর্য ডুবতে শুরু করেছে। উপত্যকার লাল আভা চূড়াগুলোয় বিস্তৃত হয়েছে। হঠাৎ চারদিক ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তার পরপরই উদিত হলো পূর্ণ শশী। চূড়াগুলোয় স্বর্গীয় প্রদীপ জ্বলে উঠল যেন, দিগন্তে ছুঁয়ে গেল রূপালী পরশ। বাড়ছে ঠাণ্ডা, বাড়ছে বাতাসের দাপাদাপি, ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে ছোট্ট বিমানটাকে। দুর্দশাগ্রস্ত যাত্রীদের অস্বস্তি আরও বাড়ল। কিন্তু কনওয়ে জানে বিমান শীঘ্রিই ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছে। পেট্রলের সরবরাহ তো আর অফুরন্ত নয়।

মিস ব্রিংকলো এক সময় কনওয়ের দিকে ফিরল। 'জানেন, প্লেনে আমি এবারই প্রথম চড়লাম!' বিমানের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল সে, 'এক বন্ধু একবার লণ্ডন থেকে প্লেনে করে প্যারিসে যাওয়ার কথা বলেছিল। আমি রাজি হইনি।'

'তার বদলে ভারত থেকে তিব্বতে উড়ে চলেছেন,' বলল বার্নার্ড। মৃদু

হেসে মাথা ঝাঁকাল মিস ব্রিংকলো। খুশি সে।

কনওয়ের মনে হলো মিস ব্রিংকলোর কমন সেন্স এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা ভবিষ্যতে কাজে দেবে। মেয়েটির দিকে চেয়ে স্মিত হাসল সে। তারপর চোখ বুজে খুব সহজেই ঘুমের রাজ্যে ডুব দিল।

উড়ে চলেছে বিমান।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে চমকে উঠল যাত্রীরা। কনওয়ের মাথা সজোরে বাড়ি খেল জানালায়। পরমুহূর্তে দু সারি সীটের মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও। অদ্ভুত একটা শব্দ কানে এল। স্পষ্ট বুঝল, ইঞ্জিন বন্ধ করা হয়েছে। তীব্র বাতাসের প্রতিকূলে এগোচ্ছে বিমান, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কনওয়ে। মাটি বেশি নিচে নয়।

'ও ল্যাণ্ড করবে,' গর্জে উঠল ম্যালিনসন। সীট থেকে ছিটকে পড়া বার্নার্ডও চেঁচাল, 'যদি কপাল ভাল থাকে!' তেতো শোনাল ওর কণ্ঠ। মিস ব্রিংকলোকেই সবচেয়ে শান্ত দেখাচ্ছে। হ্যাট ঠিকঠাক করে নিল সে। ভাবটা এমন যেন ভোভার বন্দর দেখতে পাচ্ছে।

ইতোমধ্যে বিমান মাটি ছুঁয়েছে। তবে ল্যান্ডিং ভাল হয়নি মোটেই। যাত্রীরা এপাশ ওপাশ ছিটকে পড়ল। কি যেন ভাঙার শব্দ শোনা গেল। একটা টায়ার ফেটেছে।

ম্যালিনসন কেবিনের দরজা ধাক্কিয়ে খুলে মাটিতে ঝাঁপানোর জন্যে তৈরি হলো।

'সাবধান!' চেঁচাল কনওয়ে।

'তার কোন দরকার দেখছি না,' পাল্টা চিৎকার করল ম্যালিনসন। 'দুনিয়ার শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি আমরা। কোথাও কেউ নেই।'

মুহূর্ত পরেই ওর কথার সত্যতা উপলব্ধি করল অন্যরা। শীত এবং ঘটনার আকস্মিকতায় কাঁপছে সকলে। বিমান থেকে একে একে নেমে এল। চারদিকে চেয়ে দেখল গাছপালার কোন চিহ্ন নেই, বিশাল সমতলভূমি। বাতাস মুহুর্মুহু নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে গোটা এলাকাটাকে। চাঁদ মেঘের আড়াল নিয়েছে। দূর দিগন্তের পাহাড়গুলোকে তারার আলোয় কুকুরের এক পাটি দাঁতের মত দেখাচ্ছে।

ম্যালিনসন বিমানের সামনের দিকে গিয়ে ককপিটে উঠে পড়ল। ক' সেকেণ্ড পরেই লাফিয়ে নামল। কনওয়ের বাহু চেপে ধরেছে।

'অদ্ভুত ব্যাপার,' ফিসফিসিয়ে বলল সে। 'লোকটা বোধহয় মারাই গেছে। দেখে যান।'

www.BanglaBook.org

কনওয়ে ককপিটে উঠল। পাইলট লোকটি সামনে ঝুঁকে রয়েছে। নিথর, দু'হাতের ওপর মাথা। ওকে ঝাঁকাল কনওয়ে। লোকটির গলার কাছের কাপড় ঢিলে করে দিল। তারপর ফিরে সবাইকে জানান দিল, 'আপনারা এদিকে আসুন। লোকটাকে বার করতে হবে।'

বার্নার্ড আর ম্যালিনসনের সাহায্যে পাইলটকে ককপিট থেকে বার করে আনল কনওয়ে। শুইয়ে দিয়েছে মাটিতে। লোকটি অজ্ঞান, মরেনি।

'হাইটের কারণে হয়তো হার্ট অ্যাটাক করেছে,' বাতলে দিল কনওয়ে। ঝুঁকে পড়েছে অচেতন লোকটির ওপরে।

'এখানে ওর জন্যে কিছুই করা সম্ভব নয়,' বলল সে। 'যে রকম বাতাস—ওকে বরং কেবিনেই নিয়ে যাই।'

ধরাধরি করে কেবিনে নিয়ে গিয়ে সীটগুলোর মাঝখানে লোকটিকে শুইয়ে দিল ওরা। ওকে পরীক্ষা করে দেখছে কনওয়ে। আর বার্নার্ড একের পর এক ম্যাচের কাঠি জ্বালছে, খানিকটা আলোর সহায়তা দেয়ার জন্যে। বেশ খানিকক্ষণ পর সামান্য কাঁপুনি লক্ষ করা গেল লোকটির চোখের পাতায়। তবে ব্যাপারটা শুধুমাত্র কনওয়ের চোখেই ধরা পড়েছে।

হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠল ম্যালিনসন। সবাই অবাক হয়ে চাইল ওর দিকে।

'মরা লাশটার জন্যে খামোকা কাঠি খরচ করছি আমরা। লোকটা খুব সম্ভব চীনা, তাই না?'

'খুব সম্ভব,' চোখা জবাব দিল কনওয়ে। 'তবে এখনও ও মরা লাশ হয়নি। হয়তো কপাল ভাল থাকলে বেঁচেও যেতে পারে।' সে স্পষ্ট উপলব্ধি করছে, পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলাটে হয়ে উঠছে। এখন দরকার দাঁতে দাঁত চেপে টিকে থাকার মত কঠিন প্রতিজ্ঞা। একমাত্র এই পাইলটটির পক্ষেই ওদের সত্যিকার অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত করা সম্ভব। অবশ্য কনওয়ে নিজেও খানিকটা আন্দাজ করতে পারছে। তার ধারণা, হিমালয় পেরিয়ে বহুদূর চলে এসেছে বিমান; ভূ-পৃষ্ঠের সবচেয়ে উঁচু ভূমি অর্থাৎ তিব্বতী মালভূমিতে এখন রয়েছে ওরা। এখানকার নিচু উপত্যকাগুলোও সি লেভেল থেকে দু মাইল উঁচু। নিয়মিত বিরতিতে বরফশীতল বাতাস বয়ে যায় গোটা এলাকাটার ওপর দিয়ে। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দীর্ঘ একটি উপত্যকার আউট লাইন দেখতে পেল কনওয়ে। উপত্যকাটির দু পাশ ঘিরে পাহাড়, রাতের নীলাকাশে কালো ছায়ার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর উপত্যকাটির শেষ প্রান্তে মাথা উঁচু করে যে পর্বতটি

দাঁড়ানো সেটিকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর পাহাড় বলে মনে হলো ওর। তবে তুষার ছাওয়া পাহাড়টির সৌন্দর্য ওদের অসহায়ত্ব আর বিপদের কথা যেন প্রতিমুহূর্তে আরও বেশি করে মনে করিয়ে দিচ্ছে। কাছের জনবসতিটি হয়তো কয়েকশো মাইল দূরে। ওদের সঙ্গে খাবার নেই, বিমানটা বিধ্বস্ত; এই মারাত্মক বাতাসের সঙ্গে যোঝার মত প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়ও নেই। হ্যাঁ—এখন একমাত্র পাইলটটিই ভরসা। লোকটি এমুহূর্তে অপেক্ষাকৃত জোরে শ্বাস নিচ্ছে, খানিকটা নড়াচড়াও করছে। ম্যালিনসনের ধারণাই বোধহয় ঠিক। লোকটির চীনা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এর নাকটা চীনেদের মতই চ্যাপ্টা, গালের হাড় দুটো উঁচু।

ক্রমে রাত বাড়ছে। চাঁদের আলো মাঝে মধ্যে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ছে, দূরের পাহাড়টাকে আর দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার জমাট বাঁধছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে ঠাণ্ডা আর বাতাসের তেজ। কিন্তু ভোরের দিকে বাতাস হঠাৎই স্বাভাবিক হয়ে এল, পাহাড়টাও দেখা দিল আবার। আশ্চর্য সুন্দরভাবে রং বদলাল ওটার। প্রথমে ধূসর, তারপর রূপালী, আর ভোরের সূর্যের স্পর্শ পেয়ে গোলাপী।

কনওয়ে পাইলটকে বাইরে নামিয়ে আনার কথা বলল, শুষ্ক বাতাসে ওর উপকার হতে পারে ভেবে। কাজটা সারা হয়ে গেলে আবার অপেক্ষার পালা।

শেষপর্যন্ত চোখ মেলল লোকটি, কথা বলতে চাইছে। যাত্রী চারজন ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু কনওয়ে ছাড়া আর কেউ ওর ভাষা বুঝছে না। উত্তর যা দেয়ার কনওয়েই দিচ্ছে।

খানিক বাদে হাঁপিয়ে উঠল লোকটি। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে, জড়িয়ে আসছে কথা। সবার আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করে মারা গেল সে। তখন মধ্য সকাল।

কনওয়ে এবার সঙ্গীদের দিকে ফিরল।

'ও আমাকে বেশি কিছু বলতে পারেনি। শুধু বলেছে আমরা এখন তিব্বতে রয়েছি। কেন আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে তা বলেনি। তবে এই এলাকাটা ও চেনে বলে মনে হলো। এখানকার একটা মঠের কথা বলল। ওখানে গেলে খাবার আর থাকার জায়গা জুটবে। মঠটার নাম বলল শাংরিলা। ওখানে যাওয়ার জন্যে খুব জোর দিল।'

'ওই শাংরিলা হয়তো আরও অ-নে-ক দূর,' বলল ম্যালিনসন। 'কাজেই পৃথিবীর সঙ্গে দূরত্ব না বাড়িয়ে আমার মনে হয় কমানোর চেষ্টা

www.BanglaBook.org

করা উচিত। কি বলেন আপনি?' প্রশ্নটা কনওয়ের উদ্দেশে করল ও।

ধৈর্যের সঙ্গে জবাব দিল কনওয়ে, 'চারদিকেই এটার মত পাহাড়ী এলাকা। কাজেই হেঁটে পেশাওয়ারে ফেরার চিন্তা করাটা বোকামি।'

'সেটা সম্ভবও নয়,' জানাল মিস ব্রিংকলো। সায় দিল বার্নার্ড।

'এখন আমাদের একটাই কাজ—মানুষজনের খোঁজ করা,' বলল কনওয়ে। 'আর একমাত্র ওই মঠেই তাদের পাওয়া যেতে পারে।'

উপত্যকার দিকে চাইল কনওয়ে। রোদ এড়ানোর জন্যে কপালের কাছে হাত তুলেছে।

'উপত্যকার পাশ দিয়ে একটা পথ গেছে বলে মনে হচ্ছে,' বলল ও। 'খুব একটা খাড়াও নয় বোধহয়। আমাদের অবশ্য সাবধানে এগোতে হবে। ফিরতি পথে ভিক্ষুরা হয়তো কুলি দিয়ে সাহায্য করতে পারবে। এখনই রওনা দেয়া উচিত।'

'ওখানে গেলে যে আমাদের প্রাণে মারা হবে না সেই নিশ্চয়তা আপনি কিভাবে দিচ্ছেন?' বাগড়া দিল ম্যালিনসন।

'বৌদ্ধদের মঠে খুনোখুনির কথা ভাবাই যায় না,' জবাব দিল কনওয়ে। 'আর না খেয়ে ঠাণ্ডায় জমে মরার চেয়ে এই ঝুঁকিটুকু নেয়া বরং ভাল।'

ম্যালিনসনের রাগ এখনও কমেনি।

'বেশ, চলুন তবে শাংরিলায়,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ও। 'এখন ওই পাহাড়টায় উঠতে না হলেই বাঁচোয়া।'

উপত্যকার শেষ প্রান্তের পাহাড়টির দিকে ঘুরে গেছে সব কটা মাথা। বিহ্বল দৃষ্টিতে ওপর দিকে চেয়ে রইল ওরা। দেখতে পেল, বহু দূর থেকে ঢাল বেয়ে ওদের দিকে নেমে আসছে—হ্যাঁ, মানুষ।

তিন

লোকগুলো এগিয়ে এলে দেখা গেল মোট বারো জন। তাদের দুজন অদ্ভুত এক ধরনের চেয়ার বহন করছে। আর ওটায় বসে রয়েছে এক লোক, পরনে নীল পোশাক।

কনওয়ে বুঝে পেল না লোকগুলো কোথায় চলেছে। তবে এখান দিয়ে যে যাচ্ছে সেটাই ভাগ্যের কথা। দলটির দিকে এগিয়ে গেল ও. বিনীতভাবে

বো করল।

ওকে অবাক করে দিয়ে নীল কাপড় পরা লোকটি নেমে এল চেয়ার থেকে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগোচ্ছে ওর দিকে। ধূসর চুলের এক চীনেম্যান। কনওয়ের হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সতর্ক ইংরেজিতে বললঃ 'আমি শাংরিলা মঠ থেকে আসছি।'

কনওয়ে জানাল কিভাবে সে এবং তার সঙ্গীরা দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে এসে পড়েছে। চীনা লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা বিমানটির দিকে চাইল।

'সত্যিই দুঃখজনক,' নরম করে বলল ও। তারপর যোগ করল ঃ 'আমার নাম চ্যাং। আপনার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন?'

কনওয়ে তিব্বতের এই জনমানবশূন্য প্রান্তরে বিশুদ্ধ ইংরেজি বলা চীনেম্যানটির প্রতি আগ্রহ অনুভব করছে। অন্যদের দিকে ফিরে বলল সে ঃ 'ইনি মিস ব্রিংকলো···ইনি মিস্টার বার্নার্ড, আমেরিকান নাগরিক···ইনি মিস্টার ম্যালিনসন···আর আমার নাম কনওয়ে। আমরা আপনার মঠের খোঁজেই রওনা হচ্ছিলাম। আপনি রাস্তাটা একটু বলে দেবেন?'

'তার দরকার নেই। চলুন আমিও আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি।'

'আপনি খামোকা কষ্ট করবেন কেন?' বলল কনওয়ে। 'আমরা নিজেরাই যেতে পারব। আপনি কেবল বলে দিন।'

'ব্যাপারটা কিন্তু সহজ নয়,' বলল চীনে লোকটি। 'আমার যাওয়া উচিত আপনাদের সঙ্গে।'

তর্ক না করে চ্যাংকে ধন্যবাদ জানাল কনওয়ে। এ সময় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যোগ করল ম্যালিনসন ঃ 'আমরা ওখানে বেশিক্ষণ থাকব না। আর যতক্ষণ থাকব তার মধ্যে আমাদের জন্যে কোন খরচ হলে পয়সাও দিয়ে দেব। ফেরার পথে আপনাদের কজন লোককে যদি ভাড়া নিতে দেন তো ভাল হয়। ভারত পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে মনে করেন?'

'আমার জানা নেই,' শান্তভাবে জবাব দিল চ্যাং।

'এখন আপনাদের ওখানে গিয়ে কোন বিপদে না পড়লেই ভাল,' ক্রুদ্ধ স্বরে বলল ম্যালিনসন।

'ও ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারেন,' জবাব দিল চ্যাং। 'আপনাদের সেবা যত্নের কোন ত্রুটি রাখা হবে না। পরে দেখবেন কারও বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই।'

'পরে মানে?' জানতে চাইল ম্যালিনসন। সন্দেহ ঝরে পড়ছে তার

www.BanglaBook.org

কণ্ঠে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিব্বতীরা তখন সঙ্গে করে আনা ফলমূল আর ওয়াইন পরিবেশন করল ওদের। ফলে তখনকার মত তর্কাতর্কি বন্ধ হলো।

খেতে বসে উপত্যকার শেষ প্রান্তের পাহাড়টির দিকে চাইল কনওয়ে। চ্যাং ব্যাপারটা লক্ষ করে খানিকক্ষণ পরে বলল, 'পাহাড়টা আপনাকে টানছে, ঠিক না, মিস্টার কনওয়ে?'

'হ্যাঁ, দারুণ সুন্দর,' জবাব দিল কনওয়ে। 'নাম কি এটার?'

'কারাকাল।'

'নাম শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না। খুব উঁচু নাকি?'

'আটাশ হাজার ফিটেরও বেশি,' বলল চ্যাং। 'আপনারা চাইলে এখনই রওনা দেয়া যায়।'

শাংরিলার উদ্দেশে যাত্রা হলো শুরু। সারাটা সকাল একটানা অথচ ধীর গতিতে পাহাড় বাইল ওরা। পথটা তেমন খাড়া নয়, তবে উচ্চতার কারণে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। চ্যাং চলেছে তার চেয়ারে চেপে। ওটায় বসার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হলো অন্যদের। মনোযোগ দিয়ে বেয়ারাদের কথা শুনতে লাগল কনওয়ে। তিব্বতী ভাষা খুব সামান্যই জানে সে, তবে এটা বুঝল মঠে ফিরতে পেরে খুশি হয়ে উঠেছে লোকগুলো।

মাইল দুয়েক পরে পথটা আরও খাড়া হলো। মেঘের কোলে লুকিয়েছে সূর্য, বাতাসের ঠাণ্ডা ভাবটা বাড়ছে ক্রমশ। একটু পরেই চড়াই শেষ হলো। বেয়ারারা বিশ্রাম নেবে বলে ক মিনিটের জন্যে থামল। বার্নার্ড আর ম্যালিনসন প্রচণ্ড হাঁপিয়েছে, পা আর চলতে চাইছে না তাদের। কিন্তু তিব্বতীরা ততক্ষণে উঠে পড়েছে। ইশারা ইঙ্গিতে বুঝাল বাকি পথটুকু পেরতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। রশি দিয়ে পর্বতারোহীদের কায়দায় সবাইকে বাঁধতে লাগল ওরা। কনওয়েও ওদের সঙ্গে হাত লাগাল। লোকগুলো যখন দেখল সে এ কাজে অভিজ্ঞ তখন সমীহ ফুটল ওদের চোখে। কনওয়ের ওপর তার দলের ভার ছেড়ে দিল ওরা। ম্যালিনসনের ঠিক পেছনে নিজেকে রাখল কনওয়ে। তাদের সামনে পেছনে তিব্বতী। তাছাড়া মিস ব্রিংকলো আর বার্নার্ড তো রয়েছেই।

একটা পাথুরে দেয়ালের পাশ দিয়ে পথ কেটে বেরিয়ে গেছে। কোন কোন জায়গায় রাস্তাটা মাত্র ফুট দুয়েক চওড়া। ঢাল বেয়ে নামার সময় ওরা অনুভব করল উষ্ণ বাতাস পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে।

'নিজেরা এ পথ কোনদিনই খুঁজে পেতাম না,' বলল কনওয়ে। 'আমুদে

ভাব প্রকাশ করতে চাইছে সে, কিন্তু ম্যালিনসন গা করল না।

'ওখানে পৌঁছনোর পর করবটা কি আমরা?' রাগতস্বরে জানতে চাইল ও। 'ফেরার পথে অসম্ভব কষ্ট হবে। যে রকম রাস্তা!'

জবাব দিল না কনওয়ে। একেবারে নিচে নেমে এসেছে ওরা। খানিকটা সামনেই শাংরিলা মঠটি দেখতে পেল। অদ্ভুত দৃশ্য, প্রায় অবিশ্বাস্য। রঙীন বাড়ির সমষ্টি উতরাইয়ের কাছে জড়াজড়ি করে রয়েছে; ঠিক যেন পাথরের ওপর ফুলের কতগুলো নরম পাপড়ি। পেছনে কারাকালের তুষার-ঢালগুলো রোদে ঝলসে যাচ্ছে। নিচ দিকে চেয়ে উপত্যকার তলদেশ দেখতে পেল কনওয়ে—তরতাজা, সবুজ। এটি বাতাসের কবল থেকে যেমন সুরক্ষিত তেমনি বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। হঠাৎই একটা সন্দেহ উঁকি দিল কনওয়ের মনে; সেই সঙ্গে উদ্বেগ। ম্যালিনসনের আশঙ্কা পুরোপুরি অমূলক না-ও হতে পারে। ফিরবে কিভাবে ওরা? কোন বিপদ হবে না তো?

মঠে এক রকম ঘোরের মধ্যেই পৌঁছে গেল কনওয়ে। সুবিশাল, পরিষ্কার ঘরগুলো দেখে তাক লেগে গেছে সবার। চ্যাং ইতোমধ্যে চেয়ার থেকে নেমে ওদের পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল।

'হয়রান লাগছে?' জানতে চাইল চ্যাং।

'তা তো কিছুটা লাগছেই,' মৃদু হেসে বলল কনওয়ে।

'আসুন, আপনাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিই,' বলল চ্যাং। 'গোসল করবেন নিশ্চয়ই? গোসল সেরে আমার সঙ্গে ডিনার করলে খুব খুশি হব।'

'তারপরে ফেরার ব্যবস্থা করে দিলে আমরাও খুশি হব,' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল ম্যালিনসন। 'যত জলদি সম্ভব এখান থেকে পালাতে চাই।'

চার

সন্ধেয় ডিনার খেতে বসে মৃদু হেসে বলল চ্যাং, 'যা ভেবেছিলেন ততখানি অসভ্য হয়তো নই আমরা, কি বলেন?'

কনওয়ে অস্বীকার করল না। শাংরিলার সব আয়োজন আশাতীতভাবে সন্তুষ্ট করেছে তাকে। মঠে সব ধরনের আধুনিক আরামদায়ক উপকরণ আছে। আমেরিকা থেকে আনা হয়েছে ইউরোপীয় বাথটাব। ওর ফাই

www.BanglaBook.org

ফরমাশ খাটার জন্যে একজন চীনে চাকরও দেয়া হয়েছে।

কনওয়ে চীনে প্রায় বছর দশেক কাটিয়েছে। তার ধারণা সেই বছরগুলো জীবনের সেরা সময়। চীনের লোকজন, আচার-আচরণের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছিল সে। বিশেষ করে চীনে খাবার তার খুবই প্রিয়। কাজেই শাংরিলায় প্রথম ভোজটি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে লাগল ও। লক্ষ্য করল, চ্যাং ছোট এক থালা সব্জী ছাড়া আর কিছুই খেল না। ওয়াইন ছোঁয়ওনি সে।

'আমি সামান্যই খাই,' ওর উদ্দেশে বলল চ্যাং। 'নিজের শরীরের যত্ন নিতে হয় আমাকে।'

কনওয়ে বুঝে পেল না চ্যাঙের কোন অসুখ বিসুখ আছে কিনা। লোকটার বয়স আন্দাজ করা কঠিন। এমন হতে পারে ওর বয়স কম কিন্তু বুড়িয়ে গেছে দ্রুত; আবার বুড়ো মানুষ কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রতি সব সময় নজর রেখেছে এমনটাও অসম্ভব নয়।

খাওয়া শেষে কনওয়ে সিগারেট ধরিয়ে চ্যাংকে বলল, 'অতিথি এখানে খুব একটা আসে-টাসে না বোধহয়।'

'ওই কালেভদ্রে,' বিনীত স্বরে জানাল চীনেম্যান। 'এদিকটাতে লোকজনের যাওয়া-আসা নেই।'

হাসল কনওয়ে।

'আসলেই তাই। এত নিরিবিলি জায়গা জীবনেও দেখিনি।'

মিস ব্রিংকলো এবার আলোচনায় যোগ দিল। সে চ্যাঙের কাছ থেকে মঠ সম্বন্ধে জানতে চাইল।

'কত লোক থাকে এখানে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'প্রায় জনা পঞ্চাশেক লামা আছে আমাদের,' জবাব দিল চ্যাং। 'আর আমার মত লোক আছে আরও বেশ কজন; যারা এখনও পুরোহিত হয়নি। বেশিরভাগই চীনা আর তিব্বতী, তবে অন্যান্য দেশেরও কিছু লোকজন আছে।'

'প্রধান লামা চাইনিজ না তিব্বতী?' মিস ব্রিংকলো জিজ্ঞেস করল।

'কোনটাই না।'

'কোন ইংরেজ আছে?'

'হ্যাঁ—বেশ কজন।'

'অদ্ভুত তো,' বলল মিস ব্রিংকলো। 'এবার বলুন আপনারা কিসে বিশ্বাসী।'

'অনেক বড় প্রশ্ন করে ফেলেছেন,' হেসে বলল কনওয়ে। 'তবে আমারও খুব জানতে ইচ্ছে করছে।'

চ্যাং খুব শান্ত, ধীর ভঙ্গিতে জবাব দিল ঃ 'অল্প কথায় বলতে গেলে আমরা সব কিছুরই মধ্য পন্থায় বিশ্বাস করি। আমাদের অধীনে এই উপত্যকায় কয়েক হাজার লোক বাস করে। ওদেরকে শাসন করা হয় মাঝারী ধরনের কঠোরতার মাধ্যমে। বদলে ওরাও আমাদের একই ধরনের অর্থাৎ মোটামুটি ভক্তি করে। আমরা আশা করি না ওরা খুব সৎ আর ভাল হয়ে যাক। ওরা যতটুকু সততা দেখাচ্ছে তাতেই আমরা খুশি।'

ম্যালিনসন পর্যন্ত এ আলোচনায় উৎসাহ বোধ করেছে।

'আপনার কথাগুলো শুনতে ভাল লাগল,' বলল ও। 'এবার বরং ফেরার চিন্তা করা যাক। যত জলদি সম্ভব ভারতে ফিরতে চাই আমরা। কজন কুলি দিতে পারবেন আপনি?'

দীর্ঘ নীরবতার পর মুখ খুলল চ্যাং।

'কুলিদের সঙ্গে আমার কারবার নেই, মিস্টার ম্যালিনসন,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'তবে এটুকু বলতে পারি চট করে কুলির ব্যবস্থা করা যাবে না।'

'কিন্তু ব্যবস্থা তো একটা করতেই হবে! আমাদের কাজ কর্ম রয়েছে, আত্মীয় স্বজনরাও দুশ্চিন্তা করছে—'

জবাব দিল না চ্যাং।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার মুখ খুলল ম্যালিনসন।

'কাছের টেলিগ্রাফ লাইনটা কোথায়? আপনারা কোথাও টেলিগ্রাম করেন না?' ওর কণ্ঠে আতঙ্ক। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল ও। মুখ মলিন, চোখের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নিল। 'আমি খুব ক্লান্ত,' একে একে সবার ওপর বন্য চাহনি হানল। 'আপনারা কেউ আমাকে সাহায্য করবেন বলে মনে হয় না। আমি সাধারণ একটা প্রশ্ন করছি। আপনার নিশ্চয়ই উত্তরটা জানা আছে। ইউরোপীয়ান বাথটাবগুলো আপনারা এখানে কিভাবে আনিয়েছেন?'

আবার নীরবতা।

'বলবেন না তাই তো? এটাও একটা রহস্য। কনওয়ে, কালই আমাদের পালানো উচিত—ব্যাপারটা খুবই জরুরী।'

মেঝেতে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল ও। ওকে ধরে ফেলল বার্নার্ড, বসিয়ে দিল চেয়ারে। কনওয়ের মনে হলো সে আজব একটি স্বপ্ন দেখে উঠেছে।

'আমরা সবাই হয়রান হয়ে আছি,' বলল ও। 'এখন প্যাঁচাল না পেড়ে

শুতে যাওয়া দরকার। বার্নার্ড, আপনি ম্যালিনসনকে একটু ঘরে পৌঁছে দিন। মিস ব্রিংকলো, গুডনাইট—আমিও আসছি।' সবাইকে প্রায় ঠেলে ঘর থেকে বার করে দিল সে। তারপর ফিরল চ্যাঙের দিকে।

'আমার বন্ধুর দশা তো দেখলেন,' বলল ও। 'ওকে দোষ দেয়া যায় না। ও ঠিকই বলেছে—আমাদের ফেরার ব্যবস্থা করে দেয়া উচিত। আর সেটা আপনার সাহায্য ছাড়া হবে না। যদি সত্যিই আপনার কিছু করার না-ই থাকে তবে যার কাছে সাহায্য পাব তার নাম বলে দিন।'

চীনে লোকটি বলল, 'আপনি বন্ধুদের চেয়ে অনেক বেশি বোঝেন, সেজন্যে ধৈর্যটাও বেশি।' মৃদু হাসল ও। 'সেটাই ভাল। কুলি পাবেন কিনা সন্দেহ। নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে ওরা বেশিদূর যেতে চায় না।'

'বুঝিয়ে বললে নিশ্চয় রাজি হবে। আজ সকালে ওদের নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন না আপনি?'

'আজ সকালে? ও, আচ্ছা সে অন্য ব্যাপার।'

'অন্য কেন?' জানতে চাইল কনওয়ে। 'আপনি তো সত্যিই কোন্‌দিকে যেন রওনা দিয়েছিলেন।'

জবাব এল না। ধীর গলায় এবার বলতে শুরু করল কনওয়ে ঃ 'বুঝেছি। ওটা হঠাৎ দেখা ছিল না। আপনারা আমাদের কাছেই আসছিলেন। তারমানে আপনারা জানতেন আমরা আসছি। কিন্তু কিভাবে জানতেন?'

প্রদীপের আলোয় নির্বিকার দেখাল চীনে লোকটির মুখ।

'আপনি বুদ্ধিমান,' ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল চ্যাং। 'তবে পুরোপুরি ঠিক বলেননি। সেজন্যেই বলছি ঘাবড়াবেন না। বিশ্বাস করুন, শাংরিলায় আপনাদের কোনরকম ক্ষতি হবে না।'

'ক্ষতির কথা ভাবছি না আমরা—ভাবছি দেরির কথা,' ঠাণ্ডা গলায় বলল কনওয়ে।

'বুঝতে পারছি। দেরি হবেই, ওটা ঠেকানোর কোন উপায় নেই। তাই আমরা চাই আপনারা এখানে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করুন।'

'অল্প সময়ের জন্যে হলে...' সন্দেহের গলায় বলল কনওয়ে, 'আমার বলার কিছু নেই। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হলো, বিশ্রামও নিতে পারলাম।'

কারাকালের দিকে চাইল কনওয়ে। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় পাহাড়টিকে চকচক করতে দেখে ওর ওটিকে ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করল।

'কারাকাল অর্থ কি?' জিজ্ঞেস করল ও।

www.BanglaBook.org

'আমাদের ভাষায় ব্রু মুন,' নরম করে বলল চ্যাং।

পাঁচ

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে ম্যালিনসন কনওয়েকে জিজ্ঞেস করল, 'চীনেটার কাছ থেকে নতুন কিছু জানতে পারলেন?'

'বেশিক্ষণ কথা হয়নি,' ধীরে ধীরে বলল কনওয়ে। 'ওর কাছ থেকে কোন কথাও আদায় করতে পারিনি।'

ঠিক সে মুহূর্তে চ্যাং ঢুকল ঘরে। জানতে চাইল অতিথিদের ভাল ঘুম হয়েছে কিনা। কনওয়ে ধন্যবাদ জানাল তাকে। কিন্তু রাগে ফেটে পড়ল ম্যালিনসন।

'আপনি আমাদের জন্যে অনেক করেছেন। এবার দয়া করে যেতে দিন। এখুনি কুলি খুঁজে নিতে চাই আমি।'

শান্ত স্বরে জবাব দিল চ্যাং ঃ 'কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। এখানকার লোকজন আপনাদের সঙ্গে অতদূর যাবে কেন?'

'একথা বললে চলবে কেন?' গর্জে উঠল ম্যালিনসন।

'আমি দুঃখিত। কিন্তু আমার কিছু করার নেই।'

'দেখুন,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল কনওয়ে, 'আমরা এখানে অনির্দিষ্টকালের জন্যে পড়ে থাকতে পারি না। আর নিজেরা যে চলে যাব সে উপায়ও নেই। এ অবস্থায় আপনি কি পরামর্শ দেবেন?'

হাসল চ্যাং।

'মাঝে মধ্যে বাইরের দুনিয়া থেকে কিছু কিছু জিনিস আনাই আমরা,' ধীরে ধীরে বলল ও, 'কুলিরাই নিয়ে আসে। দল বেঁধে আসে ওরা। তেমনি একটা দলের শিগগিরই আসার কথা। জিনিসগুলো পৌঁছে দিয়ে আবার চলে যাবে। ওদের সঙ্গে হয়তো একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন।'

'ওরা আসবে কখন?' জিজ্ঞেস করল ম্যালিনসন।

'নির্দিষ্ট দিন তারিখ বলা সম্ভব নয়। ওদের দেরি হওয়ার মত হাজারো ঘটনা ঘটতে পারে। হয়তো এখন থেকে মাস খানেক লাগতে পারে। তবে দু'মাসের বেশি লাগার কথা নয়,' দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল চ্যাং। 'আপনারা আরাম করুন।' বো করে বেরিয়ে গেল ও।

www.BanglaBook.org

সারাটা সকাল ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করে কাটিয়ে দিল ওরা। তিব্বতী মঠে দু'মাস কাটানোর চিন্তা কাবু করে দিয়েছে ওদের।

'কোথাও একটা খটকা আছে,' বলল ম্যালিনসন। 'আমার কাছে ভাল ঠেকছে না। আমি পারলে এখুনি চলে যেতে চাই।'

'তোমার দোষ নেই,' বলল কনওয়ে। 'কিন্তু কোন রাস্তাও তো পাচ্ছি না। এরা যদি কুলি দিতে না-ই পারে বা না দেয় তবে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ওই দলটার জন্যে। আমার ধারণা দুটো মাস মোটামুটি ভালভাবেই কাটিয়ে দেয়া যাবে।'

ম্যালিনসনকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল কনওয়ে। যুবকটির জন্যে দুঃখ হচ্ছে তার। সে জানে, ইংল্যাণ্ডে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে বাবা-মা আর প্রেমিকা। শীঘ্রিই প্রেমিকাকে বিয়ে করার কথা ম্যালিনসনের।

'ভাগ্য ভাল, আমার জন্যে ভাবার কেউ নেই,' বলল কনওয়ে। 'কিন্তু যাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব আছে তাদের কথা আলাদা।'

'দু'মাস এখানে থাকতে হলে আমারও তেমন কিছু যায় আসে না,' স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে বলল বার্নার্ড। 'আমার আত্মীয়রা চিন্তা করবে না—চিঠি পত্র লেখালেখিতে আমি বরাবরই পিছিয়ে।'

'কিন্তু ভুলে যাবেন না আমাদের নাম ছাপা হবে কাগজে,' বলল কনওয়ে। 'প্লেনটাও লা পাত্তা। জানাজানি হবেই। লোকে ভাববে প্লেন ক্র্যাশ করে মরেছি আমরা।'

হেসে উঠে বলল বার্নার্ড, 'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। কিন্তু তাতেই বা আমার কি?'

বার্নার্ডের কিছু যে যায় আসে না সে কথা শুনে খুশি হলো কনওয়ে, বিস্মিতও। মিস ব্রিংকলোর দিকে চাইল ও।

'মিস্টার বার্নার্ডের মত আমারও দু'মাস এখানে কাটাতে কোনোই আপত্তি নেই,' আমুদে গলায় বলল মেয়েটি।

কনওয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে ওদের দুজনের খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা দেখে খানিকটা স্বস্তি পেল। ম্যালিনসনের মেজাজও আগের চেয়ে কিছুটা ঠাণ্ডা হয়েছে।

দুপুরে খাবারের পর চ্যাং ওদের সঙ্গে যোগ দিলে তাকে বিনীতভাবে অভ্যর্থনা জানানো হলো। চ্যাং ওদেরকে মঠের বিভিন্ন বাড়িগুলো ঘুরিয়ে দেখানোর প্রস্তাব দিল।

'চলুন যাই,' বলল বার্নার্ড। 'জায়গাটা ভাল করে একটু দেখে নিই। জীবনে আর কখনও এখানে আসা হয় কিনা কে জানে।'

সায় জানাল দলের অন্যরা।

শাংরিলা ছাড়া আরও অনেক বৌদ্ধ মঠ দেখেছে কনওয়ে। তবে নিঃসন্দেহে এটি সবগুলোর চেয়ে বড় আর আলাদা, অনেকগুলো বন্ধ দরজা পেরলো ওরা। তবুও ঘুরে দেখতে দেখতে কেটে গেল সারাটা বিকেল। কনওয়ে অনুভব করল ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে। জাদুঘরে রাখার মত অমূল্য কিছু জিনিস চোখে পড়েছে তার। পুরানো ফুলদানি, ভাস্কর্য আর হাজার বছরের প্রাচীন পেইন্টিংগুলো মঠের শোভাবর্ধন করেছে শতগুণে। বড়সড় একটা লাইব্রেরিও আছে। মূল্যবান কয়েক হাজার বই সংরক্ষিত সেখানে। কটা শেলফে দ্রুত নজর বুলিয়ে রীতিমত হতবাক হয়ে গেল কনওয়ে। বিশ্বের সেরা লেখকদের সেরা বইগুলো সাজানো রয়েছে। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান এবং রাশিয়ান ভাষায় লেখা বই তো রয়েছেই ; বিপুল পরিমাণ চীনা এবং পুবের অন্যান্য ভাষার বইয়েরও অভাব নেই।

কনওয়ের মনে হলো চোখের পলকে বিকেলটা কেটে গেল। চ্যাং যখন ওদের চায়ের কথা বলল তখন চমক ভাঙল ওর। এতখানি সময় গড়িয়ে গেছে—ভাবতেও পারেনি।

'ভিক্ষুদের সঙ্গে দেখা করাবেন না?' মিস ব্রিংকলো জিজ্ঞেস করল।

'কিছু মনে করবেন না,' বিনীত জবাব দিল চ্যাং। 'ওটা সম্ভব নয়। অতিথিদের সঙ্গে লামাদের দেখা সাক্ষাতের নিয়ম নেই।'

'এহ্‌হে,' বলে উঠল বার্নার্ড। 'আপনাদের হেড লামার সঙ্গে দেখা করতে পারলে ভাল লাগত।'

'আমি দুঃখিত,' বলল চ্যাং। ছোট্ট একটা সাজানো বাগানের ভেতর দিয়ে নিয়ে চলল ওদের। বাগানটির মধ্যখানে পদ্মপুকুর। উল্টো দিকের একটা ঘরে আধুনিক এক পিয়ানো রাখা। খুশি হয়ে উঠল কনওয়ে। গোটা বিকেলের মধ্যে এটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় চমক বলে মনে হলো। চ্যাং পশ্চিমা সঙ্গীত, বিশেষ করে মোজার্টের প্রতি লামাদের তীব্র আকর্ষণের কথা জানাল। কেউ কেউ নাকি চমৎকার বাজাতেও পারে।

'কাল যে পথে আমরা এলাম এই পিয়ানোটা কি সে পথেই আনা হয়েছে?' বার্নার্ডের কৌতূহল।

'অন্য কোন পথ তো নেই,' চ্যাঙের জবাব।

এসময় কজন তিব্বতী চাকর পাত্রে করে ওদের জন্যে সুগন্ধী চা নিয়ে এল। তাদের পেছন পেছন এল চীনে পোশাক পরা একটি মেয়ে। পিয়ানোটার সামনে বসে পড়ে বাজাতে লাগল ও। চমৎকার বাজাচ্ছে। মেয়েটি তার বাজনার মতই সুন্দরী। চোখা নাক, উঁচু গালের হাড়, মাখনের মত নরম, ফ্যাকাসে চামড়া, গোলাপ ফুলের মত চেহারা—সত্যিই অসাধারণ।

আঙুলগুলো ছাড়া মেয়েটির সারা শরীরে নড়াচড়ার আর কোন লক্ষণ নেই। বাজানো শেষে ছোট্ট বো করে বেরিয়ে গেল ও।

ওর গমন পথের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে কনওয়ের দিকে ফিরল চ্যাং।

'দারুণ বাজায় না?' জিজ্ঞেস করল ও।

'মেয়েটি কে?' কনওয়ে জবাব দেয়ার আগেই প্রশ্ন ছুঁড়ল ম্যালিনসন।

'ওর নাম লো-সেন। ওয়েস্টার্ন মিউজিকে ভাল হাত আছে মেয়েটির। আমার মত ও-ও এখনও পুরোপুরি লামা হতে পারেনি।'

'হওয়ার কথাও তো নয়,' বলল মিস ব্রিংকলো। 'দেখে মনে হলো একদম বাচ্চা মেয়ে। বয়স কত ওর?'

'বলা যাবে না যে।'

হাসল বার্নার্ড।

'মেয়েদের বয়স বলা বারণ সেজন্যে?' জানতে চাইল ও।

'ঠিক তাই!' সামান্য হেসে বলল চ্যাং। তারপর কাউকে প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে ঘর ছাড়ল।

সে রাতে ডিনার শেষে উঠনে একা বেরিয়ে এল কনওয়ে। বাইরে ঠাণ্ডা। কারাকালকে অনেক কাছে বলে মনে হচ্ছে, অন্তত দিনের বেলার চেয়ে তো বটেই। পেট পুরে খেয়ে সন্তুষ্ট সে, কিন্তু একটা প্রশ্ন বারবার খোঁচাচ্ছে তাকে। ঘটনাগুলোর পরম্পরা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছে তার মনে। কিন্তু সে এ-ও জানে সবই খোলাসা হয়ে যাবে সময় এলে।

উঠন পেরিয়ে উপত্যকার কাছে চলে এল ও। নিচের কালো-নীল শূন্যতার দিকে চাইল। হঠাৎ দূর থেকে আসা শব্দ শুনতে পেল। একটানা ড্রাম পেটানো হচ্ছে, সে সঙ্গে অস্পষ্ট হৈ-হল্লা।

দুজন তিব্বতী উঠন পেরিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে এল উপত্যকার দূর প্রান্তের দেয়ালটির কাছে।

ড্রাম আর ট্রাম্পেটের শব্দ স্পষ্টতর হয়েছে। কনওয়ে শুনল একজন অন্যজনকে কি যেন জিজ্ঞেস করেছে। উত্তরে দ্বিতীয় লোকটি বলল,

www.BanglaBook.org

'টালুকে কবর দিয়ে দিয়েছে।'

কনওয়ে তিব্বতী ভাল বোঝে না, তবু কান পেতে রইল। প্রশ্নকারীর কথা শুনতে পাচ্ছে না ও। কিন্তু কানে আসছে উত্তরদাতার কথাগুলো। জবাবগুলো অনুবাদ করে নিলে দাঁড়ায় ঃ

'টালু ওই দিকে মারা গেছে।'

'শাংরিলার কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করেছে ও।'

'বিরাট একটা পাখিতে চেপে ভেসে এসেছিল।'

'সঙ্গে অচেনা লোকজনও ছিল।'

'টালু কিন্তু খুব সাহসী লোক ছিল।'

'এই উপত্যকার লোকেরা ওকে মনে রাখবে।'

আর কথাবার্তা হলো না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে নিজের ঘরে ফিরে এল কনওয়ে। মনের ধোঁয়াশা অনেকটা কেটেছে ওর। বিমান চুরি করে ওদের নিয়ে পালিয়ে আসাটা পাগলের কারবার নয়। ব্যাপারটি পূর্ব-পরিকল্পিত এবং শাংরিলার কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সংঘটিত। মৃত পাইলটটিকে এখানকার লোকেরা চেনে। এদেরই লোক ছিল সে, ওর জন্যে শোক প্রকাশ করছে এরা। কিন্তু এসব কিছুর অর্থ কি? ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিমান কেন নামানো হয়েছে এই নির্জন পাহাড়ী এলাকায়?

প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে পেল না ও। তবে এটা বুঝল, সন্দেহের কথা কাউকে জানানো চলবে না। সঙ্গীদের কাছ থেকে এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া সম্ভব নয়, আর চ্যাং জানলেও জবাব দেবে না।

www.BanglaBook.org

ছয়

কনওয়ে আর তার সঙ্গীরা ধীরে ধীরে মানিয়ে নিতে লাগল শাংরিলার জীবন যাত্রার সঙ্গে।

সময় কাটানোর জন্যে মিস ব্রিংকলো তিব্বতী ভাষা শিখতে শুরু করেছে, কনওয়েও আগ্রহ বোধ করার মত অনেক কিছু পেয়েছে। তাছাড়া, নিজের মনে যে রহস্যটা তৈরি করেছে সেটার সমাধানও খুঁজে চলেছে।

রোদেলা দিনগুলো লাইব্রেরি আর মিউজিক রুমে কাটিয়ে দেয় কনওয়ে। তার ধারণা, লাইব্রেরিতে বিশ থেকে ত্রিশ হাজার বই রয়েছে।

চ্যাং জানিয়েছে ইদানীংকার আরও অনেক বই আনানো হয়েছে, তবে সেগুলো এখনও শেলফে তোলা হয়নি।

'আমরা আপ টু ডেট থাকার চেষ্টা করি,' বলেছে চ্যাং।

'অনেকে আপনার সঙ্গে একমত হবে না,' হেসে জবাব দিয়েছে কনওয়ে। 'এ বছর দুনিয়ায় অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে।'

'জানি না,' বলেছে চ্যাং। 'আর ঘটে থাকলেও সেগুলো জানতে আমাদের সময় লাগবে।'

'একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছি, চ্যাং,' বলল কনওয়ে। 'সময় আপনাদের কাছে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতেই হবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এখানে শেষ কবে বাইরের লোক এসেছে?'

'আমার জানা নেই।'

আলোচনা যথারীতি ফুরিয়ে গেল। কনওয়ে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, ফলে বিরক্ত হলো না। চ্যাংকে দিনকে দিন পছন্দ করতে শুরু করেছে সে। কিন্তু মঠের অন্যান্যদের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। লামারা যদি দেখা না দেয় তো ক্ষতি নেই; চ্যাঙের মত যারা আছে তাদের সঙ্গে তো অন্তত পরিচিত হতে পারে!

লো-সেন নামের সেই মাঞ্চু মেয়েটির সঙ্গে অবশ্য প্রায়ই দেখা হয়, মিউজিক রুমে। কিন্তু মেয়েটি ইংরেজি জানে না। কনওয়েও চাইনিজ ভাষা জানে—সেটা স্বীকার করতে চায় না। সে অনুভব করে ব্যাপারটি গোপন রাখতে পারলে আখেরে সুবিধা হবে।

মেয়েটির বাজনা মাঝে মধ্যেই শোনে ও। কিন্তু বুঝতে পরে না তার মনের কথা। আর বয়সের আন্দাজ করা তো রীতিমত দুরূহ। কনওয়ে ভেবে পায় না লো-সেনের বয়স ত্রিশের বেশি নাকি তেরোরও কম। তবে আশ্চর্য হলেও সত্যি এর যে কোনটিই ঠিক হতে পারে। মেয়েটি যেন অনন্ত যৌবনা।

ম্যালিনসন বাজনা শুনতে এসে বেশ কবার বলেছে কনওয়েকে, 'মেয়েটা এখানে পড়ে রয়েছে কেন বুঝি না। ওর ভাল লাগে মনে করেন?'

'খারাপ লাগে বলেও তো মনে হয় না,' জবাব দিয়েছে কনওয়ে।

'ওর আদৌ কোন ফিলিংস আছে কিনা কে জানে। ওকে আমার স্রেফ একটা পুতুল মনে হয়। ওর বয়স কত বলতে পারেন?' সামান্য বিরতি দিয়ে ম্যালিনসন জুড়েছেঃ 'চ্যাঙের বয়সই বা কত?'

'উনপঞ্চাশ থেকে একশো উনপঞ্চাশের মধ্যে যে কোন একটা কিছু হবে,' হালকা চালে জবাব দিয়েছে কনওয়ে।

ওদিকে মিস ব্রিংকলো তিব্বতী ভাষা শিখতে গিয়ে মজা পেতে শুরু করেছে। বার্নার্ডও খোশ মেজাজে রয়েছে। ওর দিলখোলা আচরণে বিরক্ত হয়ে ম্যালিনসন একদিন কনওয়েকে বলল, 'ওই লোকটার কোন চিন্তা ভাবনা নেই। আছে বেশ ফুর্তিতেই।'

'সে তো ভাল কথা,' বলল কনওয়ে।

'আমার কিন্তু ওকে আজব লাগে,' জানাল ম্যালিনসন। 'ও নাকি খুব ব্যস্ত ব্যবসায়ী—কিন্তু এমন জায়গায় পড়ে থাকতে হলে ওর তো পাগল হয়ে যাওয়ার কথা। ওর সম্বন্ধে আপনি কতখানি জানেন, কনওয়ে? ওর পাসপোর্টটা দেখেছেন?'

'দেখেছি সম্ভবত, তবে মনে নেই। কেন?'

'কারণ এ লোকটি ভুয়া পাসপোর্টে ট্র্যাভেল করছে। এর নাম বার্নার্ড নয়।'

কনওয়ে অবাক হলেও চিন্তিত হলো না। বার্নার্ডকে পছন্দ করে সে। কিন্তু তার সত্যিকার পরিচয় জানার প্রয়োজনীয়তা কখনও অনুভব করেনি।

'তো, এ কে আসলে?' জানতে চাইল ও।

'এর নাম কালমার্স ব্রায়ান্ট।'

'তাই? কিভাবে বুঝলে?'

'ওর পকেট থেকে একটা নোট বই পড়ে গিয়েছিল আজ সকালে। চ্যাং কুড়িয়ে পেয়ে আমার মনে করে দিয়ে দিয়েছে। নোট বইটা পেপার কাটিং-এ ভর্তি। সব কটা কাটিংই ব্রায়ান্ট সম্বন্ধে। খোঁজা হচ্ছে তাকে। আর একটায় দেখলাম অবিকল বার্নার্ডের ফটো।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল কনওয়ের।

'হতেও পারে,' বলল সে। 'সেজন্যেই হয়তো এখানে জমে গেছে। এরচেয়ে ভাল লুকানোর জায়গা তো আর নেই।'

'আপনি এ ব্যাপারে কিছু করবেন না?'

'এ মুহূর্তে করার কিছু দেখছি না। ও যদি দাগী আসামীও হয় তবু ওর সঙ্গে থাকতে হবে। অন্তত এখান থেকে না যাওয়া পর্যন্ত। তুমি আপাতত মুখ বন্ধ রাখো।'

'কিন্তু ওই ব্যাটা একটা চোর ছাড়া কিছু নয়,' চেতে উঠল ম্যালিনসন। 'আমি অনেককে চিনি যারা ওর কারণে টাকা খুইয়েছে।'

www.BanglaBook.org

ব্রায়ান্ট নিউ ইয়র্কের বেশ কটা বড় ফার্মের মালিক ছিল। কনওয়ের এ ব্যাপারে আগ্রহ না থাকলেও এটুকু মনে আছে ব্রায়ান্ট গ্রুপ লাটে উঠেছিল। কয়েক শো লোক তাদের সমস্ত অর্থ হারিয়েছিল। কোম্পানীর লাল বাতি জ্বলার পেছনে ব্রায়ান্টের হাত ছিল। ফলে সে তহবিলটা গুটিয়ে ইউরোপের উদ্দেশে আমেরিকা ত্যাগ করে। ছটা দেশের পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে। কিন্তু এ পর্যন্ত তাদের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে পেরেছে সে।

কনওয়ে শেষতক বলল ঃ 'তোমার চুপ থাকাই ভাল। ওর স্বার্থের কথা ভেবে বলছি না—বলছি এজন্যে যাতে বিশ্রী কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। আর এটাও ঠিক এ লোক হয়তো ব্রায়ান্ট না-ও হতে পারে।'

কিন্তু বার্নার্ড নিজেই স্বীকার করল, সে রাতে ডিনার শেষে। চ্যাং চলে গেছে, মিস ব্রিংকলোও তিব্বতী ব্যাকরণে মন দিয়েছে। ওরা তিনজন বসে রইল অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে। কনওয়ে উপলব্ধি করল, ম্যালিনসন আমেরিকানটির সঙ্গে সহজ আচরণ করতে পারছে না। ফলশ্রুতিতে বার্নার্ডও আঁচ করেছে কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়েছে।

হঠাৎ সে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললঃ 'আমার ধারণা আপনারা জানেন আমি কে।'

ম্যালিনসন নিশ্চুপ। শান্তস্বরে জবাব দিল কনওয়ে। 'হ্যাঁ, জানি।'

'পেপার কাটিংগুলোর ব্যাপারে আমার আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল,' বলল বার্নার্ড। 'কিন্তু আপনারা এমন চুপ মেরে আছেন কেন?'

সবাই নিশ্চুপ। নীরবতা ভাঙল মিস ব্রিংকলোর কথায়।

'আপনি কে তা আমি জানি না, মিস্টার বার্নার্ড,' বলল সে। 'তবে নিজের নামে যে ট্র্যাভেল করছেন না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

সবাই চমকে চাইল ওর দিকে। বলে চলেছে মিস ব্রিংকলোঃ 'মিস্টার কনওয়ে যখন বলেছিলেন কাগজে আমাদের নাম বেরবে তখন আপনি বলেছিলেন আপনার কিছু যায় আসে না। তখনই সন্দেহ হলো, বার্নার্ড বোধহয় আপনার আসল নাম নয়।'

আরেকটা সিগারেট জ্বালানোর সময় মৃদু হাসল বার্নার্ড।

'ম্যাডাম,' বলল সে, 'আপনি ভাল গোয়েন্দা হতে পারবেন। যাই হোক, আপনারা আমার পরিচয় জেনে ফেলেছেন বলে কোন দুঃখ নেই। আপনারা আমার সঙ্গে যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করেছেন। আমারও গণ্ডগোল পাকানোর কোন ইচ্ছে নেই। এ মুহূর্তে আমাদের কাজ হচ্ছে পরস্পরকে সাহায্য করা।'

কনওয়ে ওর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইল। দেখে কে বলবে এই ভদ্রলোক দুনিয়ার অন্যতম কুখ্যাত ঠগ। কোন বয়েজ হাই স্কুলের হেডমাস্টার হিসেবেই এ যেন বেশি মানানসই। বার্নার্ডের শেষ মন্তব্যটার জের টেনে কনওয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ওটাই এখন আমাদের আসল কাজ।'

হাসল বার্নার্ড।

'প্রথমদিকে একদম স্পাই থ্রিলারের মত লাগত,' বলল ও। 'পুলিস সারা ইউরোপ চষে বেড়াচ্ছে আমার খোঁজে। একবার তো ভিয়েনায় প্রায় ধরা পড়েই গিয়েছিলাম! দিনকে দিন নার্ভাস হয়ে পড়ছিলাম। মনে হচ্ছিল কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছি। সেজন্যেই এখানে আসতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। কোন ঝামেলা নেই, টেলিফোনের জ্বালাতন নেই।'

'কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল কনওয়ে। 'আচ্ছা, হাই ফিনান্সটা কি?'

'হাই ফিনান্স বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লাক,' বলল বার্নার্ড। 'আমার লাক ফেভার করেনি, ফলে সব টাকা খুইয়েছি, ব্যস।'

'অন্যদের টাকাও তো ছিল,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ম্যালিনসন।

'ছিল, তাতে কি হয়েছে? ওদের টাকার খাঁই ছিল, কিন্তু টাকা কামানোর বুদ্ধি ছিল না—তাই আমার কাছে এসেছিল।'

'মানতে পারলাম না। ওরা আপনাকে বিশ্বাস করে টাকা দিয়েছিল; ভেবেছিল টাকাগুলো আপনার কাছে নিরাপদ থাকবে।'

'তা কখনও থাকে না। আজকাল কোথাও কোন নিরাপত্তা নেই। আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম। আমরা বাসকুল ছাড়ার পর আপনার পক্ষে যেমন আমাদেরকে কোন সাহায্য করা সম্ভব হয়নি তেমনি আমারও করার কিছু ছিল না।'

ম্যালিনসন পাল্টা জবাব দেয়ার আগে দ্রুত বলে উঠল কনওয়ে, 'বাদ দিন তো, তর্কাতর্কি করে লাভ নেই। এখন আসল সমস্যা হচ্ছে আমরা এখানে অসহায়ের মত পড়ে রয়েছি। একে অন্যকে সাহায্য না করলে এই ফাঁদ থেকে বেরনো শক্ত। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের চারজনের মধ্যে তিনজনই পরিস্থিতির সঙ্গে মোটামুটি মানিয়ে নিতে পেরেছি।'

'আমাকে ধরছেন না তো?' রাগতস্বরে জানতে চাইল ম্যালিনসন।

'না,' শান্তস্বরে বলল কনওয়ে। 'আমি ধরছি মিস ব্রিংকলো, বার্নার্ড আর আমাকে। আমার ব্যাপারটা বোধহয় অন্যদের চেয়ে আলাদা—আমার এখানে ভাল লাগছে।'

www.BanglaBook.org

কথাটা সম্পূর্ণ সত্যি। ভাল লাগছে ওর। গত কদিনে মঠ এবং এর বাসিন্দাদের সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা পেয়ে গেছে ও। হঠাৎই উপলব্ধি করল বাইরের দুনিয়া থেকে কুলিরা এসে পৌঁছলে খুব একটা খুশি হবে না ও।

কনওয়ের ভাবনায় ছেদ পড়ল চীনে লোকটির নিঃশব্দ আগমনে।

'স্যার,' বলল চ্যাং, 'গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর নিয়ে এসেছি আমি। হেড লামা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এখুনি দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।' চীনে লোকটাকে অসম্ভব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। 'আপনি এখানে এসেছেন দু সপ্তাহও হয়নি,' বলে চলেছে সে, 'অথচ এখনই তাঁর দেখা পেতে যাচ্ছেন! এ ঘটনা আগে আর কারও ভাগ্যে ঘটেনি!'

'এত রাতে দেখা করবেন উনি?' জানতে চাইল কনওয়ে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে চ্যাঙের উত্তেজনা দেখে।

'নিশ্চয়ই করবেন। খুব শিগগিরই অনেক কিছু খোলাসা হয়ে যাবে আপনার কাছে। অপেক্ষার পালা ফুরিয়ে গেছে বলে খুব খুশি লাগছে! বিশ্বাস করুন, আপনাদের অনেক প্রশ্নের জবাব দিইনি বলে নিজের কাছেই খারাপ লাগত। কিন্তু উপায় ছিল না যে—এরপর থেকে আর অমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না।'

'চলুন যাওয়া যাক,' বলল কনওয়ে।

সাত

কনওয়ের আগ্রহ ঢাকা পড়েছে বাহ্যিক নির্লিপ্ততার অন্তরালে। কিন্তু ভেতর ভেতর রীতিমত টগবগ করে ফুটছে ও। এ মুহূর্তে শূন্য উঠন পেরুচ্ছে ওরা দুজন। চীনে লোকটির কথা যদি সত্যি হয় তবে রহস্যের কিনারা প্রায় হয়ে এসেছে। শীঘ্রিই জানা যাবে তার কল্পনার ভিত্তি কতখানি মজবুত।

কনওয়ে লক্ষ করল চ্যাং তাকে যেখান দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে এর আগে আসেনি ও। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে একটা দরজায় টোকা দিল চ্যাং। এক তিব্বতী চাকর তখুনি খুলে দিল দরজা। মঠের এ অংশে বাতাস শুষ্ক, উষ্ণ। সব কটা জানালা বোধহয় বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

চ্যাং শেষ পর্যন্ত একটা দরজার সামনে থেমে নরম গলায় বলল, 'হেড

লামার ঘরে আপনাকে একাই যেতে হবে।'

কনওয়ের জন্যে দরজা খুলে দিল চ্যাং। সে ঢুকলে পর আলতো করে লাগিয়ে দিল।

আঁধারে চোখ সওয়া তক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কনওয়ে। তারপর দেখল একটা গাঢ় পর্দা ওয়ালা, নিচু ছাদের ঘরে দাঁড়ানো সে। ঘরে আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছুই নেই, শুধু কটা চেয়ার আর টেবিল।

একটি চেয়ারে বসে রয়েছে খাটো, ফ্যাকাসে, বলিচিহ্নিত এক লোক। নিথর, আবছা শরীরটিকে দেখে মনে হয় যেন বহু পুরানো, বিবর্ণ কোন প্রতিকৃতি।

কনওয়ে ক'পা আগে বাড়ল। প্রাচীন চোখ দুটো নিরীক্ষণ করছে তাকে, নিষ্পলক।

চেয়ারে বসা লোকটিকে এখন অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। কনওয়ে দেখল বুড়ো মানুষটির পরনে চীনে পোশাক, ঝুল খাচ্ছে একহারা শরীরটিকে ঘিরে।

'আপনি মিস্টার কনওয়ে?' নিখুঁত ইংরেজিতে বলে উঠল বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কনওয়ে।

'এসেছেন বলে খুশি হলাম,' বলল বৃদ্ধ। 'আমার পাশে এসে বসুন। ভয়ের কিছু নেই। আমি বুড়ো মানুষ—আপনার কোন ক্ষতি করার সাধ্য আমার নেই।'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারাটা অনেক সম্মানের ব্যাপার,' বলল কনওয়ে।

'ধন্যবাদ। আমিও সম্মানিত বোধ করছি। আমার দৃষ্টিশক্তি তেমন ভাল না। কিন্তু মনের পর্দায় আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। শাংরিলায় আসার পর থেকে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'একদমই না।'

'ভাল। চ্যাং তার সাধ্যমত করবে, জানি আমি। ও বলল আপনি নাকি এই মঠ সম্বন্ধে অনেক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।'

'সত্যিই আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে,' জবাবে বলল কনওয়ে।

'তাহলে বরং আমাদের মঠের কথা গোড়া থেকেই বলি। আপনি আবার বিরক্ত হবেন না তো?'

'মোটেই না। জানতে পারলে বরঞ্চ ভাল লাগবে।'

বলতে শুরু করল হেড লামাঃ

'তিব্বতী ইতিহাস সম্বন্ধে আপনার ধারণা আছে নিশ্চয়? এটা তো জানেন মধ্য যুগে খৃস্টানধর্ম এশিয়ায় খুব ছড়িয়েছিল। পরে অবশ্য সেই জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়ে যায়। তবে স্মৃতিটুকু রয়ে গিয়েছিল। সেভেনটিনথ সেঞ্চুরিতে রোম থেকে এশিয়ায় বহু মিশনারী পাঠানো হয়েছিল।

'সতেরোশো উনিশে চারজন বেলজিয়ান পাদ্রী চীন থেকে তিব্বতের দিকে রওনা হয়েছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিমে বেশ কয়েক মাস তাঁরা ঘোরাফেরা করেন। পথে মারা পড়েন তিনজন আর একজন আধমরা অবস্থায় পাহাড়ী পথ বেয়ে এই ব্লু মুন উপত্যকায় এসে পৌঁছেন। এখানের বৌদ্ধরা খুব খাতির যত্ন করে তাঁর। তারা বৌদ্ধ হলেও লোকটির কাছ থেকে খৃস্টান ধর্মের কথা আগ্রহভরে শুনত। এখানে একটা বৌদ্ধ মঠ ছিল। পাদ্রী ভাবলেন একটা খৃস্টান আশ্রম খুলবেন একই জায়গায়। পুরানো বাড়িগুলো মেরামত করিয়ে নিয়ে পাদ্রী নিজেও সেখানে বাস করতে লাগলেন। সেটা সতেরোশো চৌত্রিশ। পাদ্রীর বয়স তখন তিপ্পান্ন বছর।

'এই ভদ্রলোক সম্বন্ধে আরও কিছু বলি। তাঁর নাম ছিল পেরল্ট। পাদ্রী হওয়ার আগে প্যারিস, বোলোনা সহ ইউরোপের অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করেছেন। রীতিমত শিক্ষিত লোক ছিলেন। গান বাজনা আর আর্টের খুব ভক্ত—বিদেশী ভাষায় দক্ষ। এখানে এসে প্রথম দিকে অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন। বাগানে স্থানীয় লতাপাতার চাষ করতেন। অনুসারীদের শুধুমাত্র যে ধর্ম শিক্ষা দিতেন তাই নয় রান্না বান্নাও শেখাতেন। আমি আসলে বলতে চাইছি তিনি সবার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন।

'সময় বয়ে যেতে লাগল। বুড়িয়ে গেলেন পেরল্ট। তাঁর অনুসারীরা ততদিনে আবারও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। কয়েকশো বছরের অভ্যাসকে কেউ চাইলেই তো আর বদলে দিতে পারে না। লোকটি পশ্চিমাদের সাহায্যও পাননি, তাছাড়া বৌদ্ধ মঠের সঙ্গে একই জায়গায় খৃস্টান আশ্রম খোলাটা তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল। কিন্তু পেরল্ট তখন নিজের ভুল বুঝতে পারেননি। বুড়ো লোকটি সবার ভালবাসা পেয়েই খুশি ছিলেন। অনুসারীরা তাঁর দেয়া শিক্ষা ভুলে গেলেও তাঁকে ভক্তি করত খুব। ওঁর যখন আটানব্বই বছর বয়স তখন তিনি বৌদ্ধদের ধর্মীয় বইপত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। ওই বয়সেও তাঁর প্রাণচাঞ্চল্য এতটুকু কমেনি।

'পেরল্ট সে সময় নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করছেন আর মৃত্যুপ্রহর

www.BanglaBook.org

গুণছেন। মৃত্যুর জন্যে মনে মনে সম্পূর্ণ তৈরি ছিলেন তিনি। স্থানীয় লোকেরা তাঁকে খাবার আর কাপড় জোগান দিত। বইপত্র আর পুরানো স্মৃতি আঁকড়ে ধরে দিন কাটাচ্ছিলেন। মনটাকে শান্ত রাখতেন নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘুমের ওষুধ খেয়ে। সেই সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছিলেন বিশেষ ধরনের কিছু অনুশীলন, গভীরভাবে শ্বাস প্রশ্বাস টেনে শরীরটাকে শান্ত রাখতে পারতেন। ভারতীয়রা একে বলে যোগ ব্যায়াম। তারপর সতেরোশো উননব্বই সালে পেরল্টের বয়স যখন একশো আট তখন এ উপত্যকায় খবর ছড়িয়ে পড়ল, শেষ পর্যন্ত মারা যাচ্ছেন তিনি।

'এই ঘরে শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকতেন। দৃষ্টি চলে যেত দূরে, কারাকালের সাদা ঢালগুলো দেখতে পেতেন। শ্বেতশুভ্র প্রশান্তিতে ছেয়ে থাকত তাঁর মন। খুশি মনে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে চেয়েছিলেন। বন্ধুবান্ধব, কাজের লোকদের ডেকে নিজের চারপাশে জড়ো করেছিলেন। তারপর বিদায় চেয়ে নিয়ে বলেছিলেন তিনি নির্জনতা চান। নির্জনে দেহত্যাগ করার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু সব ইচ্ছে তো সব সময় পূরণ হয় না! ক সপ্তাহ পড়ে থাকলেন নিথর, নির্বাক। তারপর হঠাৎ করেই সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন।'

হেড লামা থামল। প্রাচীন চোখ দুটো এ মুহূর্তে যেন অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছে। খানিক পরে মুখ খুলল বৃদ্ধঃ

'সতেরোশো চুরানব্বইতে শেষ ভিক্ষুটি যখন মারা গেল তখনও দিব্যি বেঁচে রয়েছেন পেরল্ট। ঘুমের ওষুধ আর যোগ ব্যায়াম যেন গোপন, অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়েছিল তাঁকে। উপত্যকার লোকেরা পেরল্টকে ঈশ্বরের মত মানতে শুরু করল। তাদের ধারণা হয়ে গেল ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে তাঁর। প্রতিদিন শাংরিলায় উঠে আসত তারা, রেখে যেত খাবার আর কাপড়। খটিত যে-কোন ফুট ফরমাশ।

'পেরল্ট এতদিনে নিজের পছন্দসই জীবন যাপন করতে শুরু করলেন। বইপত্র পড়ার সখ ছিল তাঁর কিন্তু সময় ছিল না। এখন হাতে অফুরন্ত সময়। শীঘ্রিই বইয়ের স্টক শেষ হয়ে গেল। তিনি সঙ্গে করে একটা ইংরেজি গ্রামার বই আর ডিকশনারী এনেছিলেন। সেটার সাহায্যে ইংরেজি ভাষার সমস্ত মার প্যাঁচ শিখে ফেললেন। ওঁর স্মৃতিশক্তি তখন খুব ধারাল হয়ে উঠেছে, যা পড়েন তাই মনে থাকে। ছাত্রজীবনেও এতখানি প্রখর ছিল না তাঁর স্মরণ শক্তি।

'তারপর আঠারোশো তিনে ইউরোপ থেকে দ্বিতীয় আরেকজন

www.BanglaBook.org

আগন্তুক এল এই উপত্যকায়। সেই অস্ট্রিয়ান ছেলেটির নাম হেনসেল। ভাল বংশের ছেলে, শিক্ষিত। কিভাবে যে সে এ উপত্যকায় এসে পৌঁছল তা সে নিজেও জানে না। প্রায় আধমরা অবস্থায় এসেছিল। স্থানীয় লোকজনের সেবা শুশ্রূষা পেয়ে বেঁচে গেল। জানেন নিশ্চয়ই, উপত্যকায় অনেক সময় সোনার খনি পাওয়া যায়। তো, হেনসেলও সোনার খোঁজে খোঁড়াখুঁড়ি করার কথা ভাবল। তার উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত বড়লোক হয়ে ইউরোপে ফিরে যাবে।

'কিন্তু ফিরল না ও। লোকমুখে পেরল্টের নাম শুনে উঠে এল শাংরিলায়। দেখা করল পেরল্টের সঙ্গে।

'প্রথম দর্শনেই পেরল্টের ভক্ত হয়ে গেল সে। বুড়ো লোকটিও তার সমস্ত জ্ঞান, স্বপ্ন আর সুপ্ত বাসনাগুলো শেয়ার করলেন তার সঙ্গে।'

'ঠিক বুঝলাম না,' বলল কনওয়ে। 'কিসের সুপ্ত বাসনা?'

'একটু পরেই বলব। আমি এখন আমার গল্পে ফেরত যেতে চাই। হেনসেল চাইনিজ আর্ট, গান বাজনা আর লাইব্রেরির জন্যে বইপত্র জোগাড় করতে শুরু করল। আঠারোশো নয় সালে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পিকিং পর্যন্ত দীর্ঘ জার্নি করল। সঙ্গে করে নিয়ে এল অনেক কিছু। এরপর আর কখনও এ উপত্যকার বাইরে যায়নি সে। কিন্তু আমরা যেভাবে এখন বাইরের দুনিয়া থেকে দরকারি জিনিসগুলো আনি সেই সিস্টেমটা ও তৈরি করল।

'আপনারা বোধহয় সোনায় পেমেন্ট করেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, কপালগুণে আমরা এমন এক জিনিস পেয়েছি দুনিয়ার সবখানে যার অসম্ভব কদর।'

'সোনার খোঁজে লোকে যে দলে দলে ছুটে আসেনি সে-ও কম কপালের কথা নয়,' বলল কনওয়ে।

হাই লামা মাথা নিচু করে সায় জানাল।

'হেনসেল ও ব্যাপারে খুব চিন্তিত ছিল। কোন কুলিকে কখনও উপত্যকার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়া হত না। বাইরে কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মালপত্র রেখে যেত ওরা। এখান থেকে লোকজন গিয়ে নিয়ে আসত। কিন্তু শীঘ্রিই সে সহজ একটা উপায় বার করে ফেলল, নিরাপত্তার স্বার্থে।'

দীর্ঘ শ্বাস টানল কনওয়ে। রহস্যোদ্ঘাটন কি হতে যাচ্ছে?

'সেনাবাহিনী আক্রমণ করবে এমন ভয় ছিল না,' বলে চলেছে লামা।

'এ জায়গায় কোনদিন সেটা সম্ভবও নয়। আমাদের একমাত্র ভয় ছিল পথ হারানো অভিযাত্রীদের। তো, ঠিক করা হলো শাংরিলায় সবাইকেই স্বাগত জানানো হবে।

'অতিথি এলও। চীনে বণিক, ভবঘুরে তিব্বতী, দুজন ইংরেজ মিশনারী এবং তারপর আঠারোশো বিশে দলবলসহ এক গ্রীক ব্যবসায়ী। গ্রীক লোকটিকে মর মর অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল গিরিপথের চূড়োয়। আঠারোশো বাইশে তিনজন স্প্যানিয়ার্ড সোনার খোঁজে বহুকষ্টে এসে হাজির হয়েছিল। আঠারোশো ত্রিশে এল পাঁচজন অভিযাত্রী—দুজন জার্মান, একজন রাশিয়ান, একজন ইংরেজ আর এক সুইডিশ। ততদিনে অতিথিদের প্রতি শাংরিলার দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। বাইরের লোক পথ খুঁজে এসে পড়লে তো কথাই নেই আমাদের লোককেও অতিথিদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার দায়িত্ব দেয়া হলো। কারণটা পরে বলছি। আসল ব্যাপার হচ্ছে, নতুন লোকদেরকে শাংরিলার নিজেরই দরকার হয়ে পড়ল।

'দিনকে দিন উন্নতি হতে লাগল মঠের। এ ব্যাপারে পেরল্টের চেয়ে হেনসেলের অবদান কোন অংশেই কম নয়। মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত এ মঠের জন্যে অনেক করেছে সে।'

'মারা গেছেন উনি?'

'হ্যাঁ, হঠাৎই। আঠারোশো সাতান্নতে খুন হয়। মারা পড়ার কদিন আগে এক চীনে শিল্পীকে দিয়ে ওর একটা ছবি আঁকিয়েছিল। আপনি চাইলে দেখতে পারেন। ওটা এঘরেই আছে।'

ঘরের দূর কোণের ছোট পর্দাটির দিকে আঙুলের ইশারা করল লামা। কনওয়ে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে একটানে পর্দা সরিয়ে দিল। দেয়াল থেকে ঝুলছে সুদর্শন এক যুবকের ছবি।

'কিন্তু—আপনি বলেছেন সে মারা যাওয়ার কদিন আগে এটা আঁকিয়েছিল,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কনওয়ে।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সে আঠারোশো সাতান্নতে মারা গেলে—'

'মারা গিয়েছিল।'

'সে এখানে এসেছিল আঠারোশো তিনে, যুবক বয়সে··· আর মারা গেল চুয়ান্ন বছর পরে। তখনও সে—?'

'হ্যাঁ।'

www.BanglaBook.org

কনওয়ে মুহূর্তখানেক নিশ্চুপ রইল। তারপর যেন অতিকষ্টে বলল ঃ 'সে খুন হয়েছিল বলছেন?'

'হ্যাঁ। এক ইংরেজ গুলি করে তাকে। ঘটনাটা ঘটে ইংরেজ লোকটা শাংরিলায় আসার ক'সপ্তাহ পরে। সে-ও সোনার খোঁজে এসেছিল।'

'গুলির কারণ কি ছিল?'

'ঝগড়া—কুলিদের ব্যাপারে। অতিথিদের জন্যে আমাদের যে নিয়ম সেটা শুনেই খেপে যায় লোকটি, গুলি করে বসে।' হাই লামা সামান্য পরে যোগ করল ঃ 'আপনি বোধহয় ভাবছেন কি সেই নিয়ম?'

নিচু স্বরে মৃদু গলায় জবাব দিল কনওয়ে ঃ

'যদ্দূর মনে হয় বুঝতেও পেরেছি।'

'সত্যি? আমার এই লম্বা চওড়া গল্প শুনে আর কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন?'

'অ-অসম্ভব,' কনওয়ের কণ্ঠে অনিশ্চয়তা, বিস্ময়। 'ভাবা যায় না—অবিশ্বাস্য—কি করে সম্ভব?'

'কিসের কথা বলছেন, মাই সান?'

'আপনি এখনও বেঁচে আছেন, ফাদার পেরল্ট!'

আট

হাই লামার কাজের লোকেরা পাত্রে করে সুগন্ধী চা নিয়ে আসার আগ তক দুজনার আর কোন কথা হয়নি।

হাই লামা মিউজিক সম্বন্ধে আলাপ জুড়ল।

'আমাদের সৌভাগ্য যে খুব উঁচু দরের একজন মিউজিশিয়ানকে পেয়েছি,' বলল বুড়ো মানুষটি। 'ও চপিনের শিষ্য ছিল। ওর সঙ্গে কিন্তু পরিচয় করে নেবেন।'

চায়ের পাত্র দুটো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। এতক্ষণ গান বাজনার প্রসঙ্গেই আলোচনা হয়েছে।

কনওয়ে ইতোমধ্যে খানিকটা সামলে নিয়েছে।

'তো আপনারা আমাদের যেতে দেবেন না? এটাই বোধহয় অতিথিদের জন্যে আপনাদের নিয়ম?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'একটা ব্যাপার বুঝলাম না। সারা দুনিয়ায় এত মানুষ থাকতে আমাদের চারজনকে বাছা হলো কেন?'

'বুঝিয়ে বলছি। আমরা চাই শাংরিলায় সব সময়ই সমান সংখ্যক মানুষ থাকুক। কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধ আর রাশিয়ার বিপ্লবের ফলে তিব্বতে লোকজনের আসা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। উনিশ শো বারো সাল থেকে কোন নতুন লোক আমরা পাচ্ছি না। আমরা সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারি না। অনেক অতিথিই এখানে বসবাস করেও কোন সুফল পাননি; অনেকের আবার বুড়ো বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তিব্বতী আর চীনেদের ব্যাপারে আমরা প্রায় ব্যর্থই বলা চলে, ইউরোপীয়ানদের ক্ষেত্রে আবার ঠিক তার উল্টো।

'আপনার প্রশ্নটার জবাব দিচ্ছি। বললামই তো প্রায় বছর বিশেক যাবত নতুন কাউকে পাইনি আমরা। আর এ সময়ের মধ্যে অনেকে মারা গেছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সমস্যার সৃষ্টি হলো। তারপর এই বছর কয়েক আগে আমাদের এক সদস্য একটা সাজেসশন দিল। এ উপত্যকারই ছেলে সে, আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বস্ত। সে বলল বিদেশে চলে যাবে, তারপর কৌশলে এখানে নিয়ে আসবে অতিথিদের।'

'তারমানে প্লেনে চাপিয়ে লোক আনার জন্যেই পাঠানো হয়েছিল তাকে?' জানতে চাইল কনওয়ে।

'হ্যাঁ। প্ল্যানটাকে সফল করার জন্যে প্রথমে ফ্লাইং লেসন নিল ও, একটা আমেরিকান ফ্লাইং স্কুলে।'

'কিন্তু বাকিটা ও ম্যানেজ করল কিভাবে? বাসকুলের প্লেনটা পেয়ে যাওয়া তো স্রেফ ভাগ্যের ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, ডিয়ার কনওয়ে—ভাগ্যের ওপর নির্ভর তো করতেই হবে। টালু সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, খুব জলদি সুযোগ এসেও গেছে।'

'কিন্তু এতসবের পেছনে কি উদ্দেশ্য?' প্রশ্ন করল কনওয়ে।

হাই লামা স্মিত হাসল।

'ঠাণ্ডা মাথায় প্রশ্নটা করলেন বলে খুব ভাল লাগল,' বলল সে। 'অতীতে যাদের সঙ্গে কথা বলেছি তারা কেউই মেজাজ ধরে রাখতে পারেনি; রেগে গেছে, ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কিন্তু আপনি একদম অন্যরকম। মনে হচ্ছে আপনি ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন, তাই না? একটা অনুরোধ করছি। এখন আমাদের যে কথা হলো তা আপনার সঙ্গীদের

আপাতত জানাবেন না।'

কনওয়ে নির্বাক। বলে চলেছে বৃদ্ধ ঃ

'আপনাকে সব খুলে বলছি। আপনার বয়স কম। স্বাভাবিক ভাবে আপনি হয়তো আরও বিশ ত্রিশ বছর বাঁচবেন। কিন্তু ভাবুন একবার! শাংরিলার ভাগ্যবানদের একজন যদি হতে পারেন তো কেল্লা ফতে, জীবন মাত্র শুরু হবে আপনার। নব্বই বছর বয়সেও এখনকার মত তরতাজা থাকবেন। হেনসেলের মত আপনিও দীর্ঘ যৌবন উপভোগ করতে পারবেন। এক সময় অন্যদের মত বুড়িয়ে যাবেন, তবে বার্ধক্য আসবে বড্ড ধীরে। আশি বছর বয়সে যুবকদের সমান শক্তি থাকবে গায়ে; কিন্তু একশো ষাট হয়ে গেলে স্বভাবতই সেই এনার্জি আর থাকার কথা নয়, ঠিক না? আমরা মৃত্যু বা বার্ধক্যকে এখনও জয় করতে পারিনি। আমরা পারি কেবল জীবনের গতিকে ধীর করে দিতে।

'ভেবে দেখুন! বছর আসবে যাবে, গায়ে লাগবে না আপনার। হাতে পাবেন অফুরন্ত সময়।'

কণ্ঠটি নিশ্চুপ, চুপ মেরে গেছে কনওয়েও।

'কিছু বলছেন না যে—বৌ, বাচ্চা, বাপ-মায়ের কথা ভাবছেন? নাকি ভাবছেন কাজকর্মের মায়া কাটাতে পারবেন না? প্রথম দিকে কষ্ট তো একটু হবেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, দশ বছর—মাত্র দশ বছরের মধ্যেই সব স্মৃতি ফিকে হয়ে যাবে। যদিও আমার মন বলছে, তেমন কোন পিছু টান আপনার নেই।'

বৃদ্ধের অনুমান ক্ষমতার প্রশংসা না করে পারল না কনওয়ে। হাসল।

'কথাটা ঠিকই,' বলল সে, 'বিয়ে করিনি। ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধবও হাতে গোণা, উচ্চাশাও নেই।' সামান্য থেমে বলে চলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, এ জায়গাটাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। এ-ও জানি এখানকার সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব।' কথাগুলো বলে ফেলে সে নিজেই হকচকিয়ে গেল।

'সত্যি তো?' জিজ্ঞেস করল লামা।

'হ্যাঁ,' বলল কনওয়ে। 'তবে আমি ভবিষ্যতের চেয়ে আপনাদের পুরানো দিনের গল্পের প্রতি বেশি আগ্রহী। আমাকে আগামী সপ্তাহে এমনকি আগামী বছরেও যদি শাংরিলা ছাড়তে হয় তবে খুব খারাপ লাগবে। একশো বছর বেঁচে থাকতে কেমন লাগবে এখনও বুঝতে পারছি না। মাঝে মধ্যেই মনে হয়েছে অযথা বেঁচে আছি। সেক্ষেত্রে জীবনকে

www.BanglaBook.org

দীর্ঘ করে লাভ কি?'

'বৌদ্ধ এবং খৃস্ট ধর্মে কিন্তু বলে জীবনের তাৎপর্য রয়েছে।'

'থাকতে পারে। কিন্তু একশো বা তারচেয়েও বেশি বছর বেঁচে থাকার সত্যিই কি কোন দরকার আছে?'

'আছে, শাংরিলা সে জবাব দেবে। ঝোঁকের মাথায় কাজ করছি না আমরা। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে। সতেরোশো উননব্বইতে এ ঘরে যখন আমি মৃত্যুশয্যায় তখন বলেছিই তো অতীতের দিকে চাইলাম। মনে হলো সুন্দরের আয়ু এ জগতে খুবই কম। যুদ্ধ, নিষ্ঠুরতা, লোভ একদিন সমস্ত সৌন্দর্যকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। মূল্যবান জিনিসপত্র, বই, ছবি, সুর, সম্পদ সবই হুমকির সম্মুখীন। গোটা দুনিয়া জুড়ে এমন এক যুদ্ধ শুরু হবে যাতে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। বিশ্বাস করুন, কনওয়ে, আমার কথা ফলবেই। সেজন্যেই আমরা এখানে, সব রকম বিপদ আপদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।'

'এভাবে বাঁচবেন?' প্রশ্ন করল কনওয়ে।

'চান্স আছে।'

'শাংরিলা টিকে যাবে মনে করেন?'

'হয়তো। আমরা এখানে আমাদের মত থাকব, পড়াশোনা করব, গানবাজনা শিখব। নিজেদেরকে আরও শিক্ষিত করে তুলব। মানুষ এক সময় হানাহানি ছেড়ে সুন্দরের পথ, সত্যের পথ খুঁজবে।'

'তখন?'

'তখন আমরা তাদের জীবনের আসল লক্ষ্য সম্বন্ধে জানাব, শেখাব।'

হাই লামা অতি ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠল। হঠাৎই কনওয়ে এমন এক কাজ করে বসল যা এবারই প্রথম। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও, নিজেও জানে না কেন।

'আপনার কথাগুলো পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ফাদার।'

কখন ওই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে মনে নেই কনওয়ের। স্বপ্নের ঘোর কাটতে দীর্ঘক্ষণ লাগল। এটুকু মনে আছে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দিয়েছিল, আর উঠন পেরোনোর সময় চ্যাংও সঙ্গে ছিল। চ্যাং কোন কথা বলেনি, সেও না। তখন অনেক রাত। সঙ্গীরা শুতে গেছে বুঝে খুশি হলো কনওয়ে।

www.BanglaBook.org

ছাপিত-১৮৯৭ ... ৰুজন।

নয়

সকালে কনওয়ের মাথা চক্কর দিতে লাগল। গত রাতের ঘটনা কি সত্যি, নাকি স্বপ্ন? তবে শীঘ্রিই উপলব্ধি করল হাই লামার ঘরে সে সত্যিই গিয়েছিল। নাস্তার টেবিলে রাজ্যের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো।

'বহুক্ষণ কথা বলেছেন,' শুরু করল আমেরিকানটি, 'আমরা অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আর আসেনই না দেখে শুতে চলে গিয়েছি। হাই লামা কেমন লোক?'

'কুলিদের ব্যাপারে কিছু বলেছে?' আগ্রহ ভরে জানতে চাইল ম্যালিনসন।

'কিছু না,' দায়সারাভাবে বলল কনওয়ে। 'কুলিদের কথা একবারও ওঠায়নি। আর তার সম্পর্কে বলা যায় সে অতি বুড়ো মানুষ, চমৎকার ইংরেজি বলে, অসম্ভব বুদ্ধিমান।'

'কুলিদের ব্যাপারে আপনি কিছু বললেন না কেন?' অভিযোগের সুরে বলল ম্যালিনসন।

'মনে আসেনি।'

যুবকটি হাঁ করে চেয়ে রইল ওর দিকে।

'আপনাকে বোঝা দায়, কনওয়ে। কত জলদি বদলে গেলেন!'

'আই অ্যাম সরি,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল কনওয়ে। তখনকার মত বিতর্ক এড়াতে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। বেরিয়ে এল উঠনে।

খুব সতর্কতার সঙ্গে আগামী ক'সপ্তাহ দুমুখো ভূমিকা পালন করে যেতে হবে। সঙ্গীদেরকে বোঝাতে হবে কুলিদের আগমন এবং ভারতে ফেরার ব্যাপারে সে আগ্রহী। কিন্তু একাকী থাকলে অবিশ্বাস্য ভবিষ্যতের স্বপ্নীল জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেবে।

চ্যাং, বলাবাহুল্য অনেক খোলতাইভাবে এখন কথা বলে তার সঙ্গে। মঠের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেক আলাপ করেছে ওরা। কনওয়ে জেনেছে প্রথম পাঁচ বছর স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে সে, বাঁধাধরা কোন নিয়ম কানুন থাকবে না। এর ফলে উচ্চতার সঙ্গে শরীর খাপ খেয়ে যাবে, মনও ভুলে যাবে সমস্ত উদ্বেগ আর দুঃখ।

'মাত্র পাঁচ বছরেই সব আবেগ দূর হয়ে যাবে বলছেন?' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল কনওয়ে।

'পুরোপুরি হবে না,' জবাবে বলেছে চ্যাং। 'তবে অতদিন পরে সব হালকা হয়ে আসবে।'

চ্যাং জানাল, পাঁচ বছর পর থেকে শুরু হবে বার্ধক্যকে বিলম্বিত করার প্রক্রিয়া। আর সেটা যদি সফল হয় তবে পরবর্তী পঞ্চাশ বছরেও একই বয়স ধরে রাখতে পারবে কনওয়ে।

'আপনার ক্ষেত্রে কি হয়েছিল?' জানতে চাইল কনওয়ে।

'কপাল জোরে অল্প বয়সে এসেছিলাম এখানে। আমার বয়স তখন মাত্র বাইশ,' বলল চ্যাং। 'ছিলাম সৈন্য। আঠারোশো পঞ্চান্নতে কয়েকটা শত্রুদলের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল আমাদের। পাহাড়ে পথ হারিয়েছিলাম আমি। মুমূর্ষু অবস্থায় শাংরিলায় নিয়ে আসা হয়।'

'বাইশ,' আওড়াল কনওয়ে। 'তারমানে আপনার এখন সাতানব্বই?'

'হ্যাঁ। খুব শীঘ্রিই পুরো লামা হয়ে যাচ্ছি।'

'তারপর কি হবে? কদ্দিন বাঁচবেন মনে করেন?'

'হয়তো আরও একশো বছর বা তারও বেশি,' শান্ত স্বরে জবাব দিল চ্যাং।

'চেহারায় বয়সের ছাপ কবে পড়েছে আপনার?'

'সত্তরের পর। তবে জোর গলায় বলতে পারি বয়সের তুলনায় জোয়ানই দেখায় আমাকে।'

'তা তো অবশ্যই,' বলল কনওয়ে। 'ধরুন আপনি এই এলাকা ছেড়ে চলে গেলেন—কি ঘটবে?'

'মৃত্যু, যদি বাইরে বেশিদিন কাটাতে যাই।'

'তারমানে এখানকার আবহাওয়া খুব জরুরী,' বলল কনওয়ে। 'ত্রিশ বছর আগে আপনার বয়স যখন সাতষট্টি অথচ দেখায় আরও কম তখন যদি চলে যেতেন?'

'তবে বোধহয় মারা পড়তাম।' জবাব দিল চ্যাং। 'তখন খুব শীঘ্রিই আসল বয়সটা ধরা পড়ত। কয়েক বছর আগে এমন একটা ঘটনা হয়েছিল। আমাদের এক শিষ্য অতিথিদের বরণ করতে গিয়েছিল। লোকটা যখন আমাদের এখানে আসে তখন তার বয়স চল্লিশ। আশি বছর বয়সেও চল্লিশের চেয়ে এক বিন্দু বেশি দেখাত না। এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরে এলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু কপাল খারাপ। সে ধরা পড়ল একটা উপজাতির

www.BanglaBook.org

হাতে। তারা বন্দী করে নিয়ে গেল ওকে। তিন মাস পর ও পালিয়ে চলে এল আমাদের এখানে। কিন্তু তখন সে অন্য মানুষ। আশি বছরের বুড়োর মত চেহারা, হাঁটা চলা। তার পরপরই মরে গেল, সাধারণ একজন বুড়ো মানুষের মত।'

'ভয়ঙ্কর তো!' ঠাণ্ডা স্বরে বলল কনওয়ে। 'এসব শুনে মনে হচ্ছে সময় যেন এই উপত্যকার বাইরে ঘাপটি মেরে আছে। সুযোগ পেলেই চেপে ধরবে।'

পরের কদিনে কয়েকজন লামার সঙ্গে পরিচয় হলো কনওয়ের। এদের একজন জার্মান। নাম মেস্টার। ছিল অভিযাত্রী। ঘুরতে ঘুরতে আঠারোশো আশির দশকে ঢুকে পড়েছে শাংরিলায়, আছে সেই থেকে। দু একদিন পরে হাই লামার সেই মিউজিশিয়ানের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটল। তার নাম অ্যালফোন্স ব্রায়াক।

পাতলা-সাতলা গড়নের খাটো ফরাসি লোকটিকে বুড়োদের মত দেখায় না, যদিও সে চপিনের শিষ্য।

ব্রায়াক চপিন সম্বন্ধে কনওয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলল, তার বিখ্যাত মেলোডিগুলো আশ্চর্য দক্ষতায় বাজিয়ে শোনাল। ও এমন কতগুলো সুর জানে যেগুলো অপ্রকাশিত। সুরগুলো মাথায় ঢুকিয়ে নিল কনওয়ে। এছাড়াও লো-সেনের বাজনা প্রাণ ভরে উপভোগ করে ও।

খুব একটা কথা বলে না মেয়েটি। অবশ্য এতদিনে জেনে গেছে কনওয়ে ওর ভাষা জানে। কনওয়ে কৌতূহল চাপতে না পেরে চ্যাংকে মেয়েটির বংশ পরিচয় সম্পর্কে জানতে চাইল। চ্যাং জানাল লো-সেন মাঞ্চু রাজ পরিবারের মেয়ে।

'ও তুর্কিস্তানের এক রাজপুত্রকে বিয়ে করার জন্যে কাশগার যাচ্ছিল,' বলেছে চ্যাং। 'কিন্তু ওর দল পথ হারিয়ে ফেলে।'

'কবেকার ঘটনা এটা?'

'আঠারোশো চুরাশি। তখন ওর বয়স আঠারো।'

'মাত্র আঠারো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল চ্যাং।

'দেখতেই পাচ্ছেন ওর ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি সফল।'

কনওয়ে এতটাই হতবাক হয়ে গেছে যে চুপ মেরে গেল। বেশ খানিকক্ষণ পর বলল, 'হাই লামার দেখা আবার কবে পাব?'

'সম্ভবত পাঁচ বছরের একদম শেষ দিকে,' জবাব দিল চ্যাং।

কিন্তু ভুল বলল ও। শাংরিলায় পৌঁছনোর এক মাসের আগেই ওপরতলার ঘরটিতে দ্বিতীয়বারের মত ডাক পড়ল কনওয়ের।

দশ

'অদ্ভুত,' হাই লামার সঙ্গে কনওয়ে আবার দেখা করেছে শুনে বলে উঠল চ্যাং। এমনটি নাকি আগে কখনও ঘটেনি। প্রথম পাঁচ বছর ফুরানোর আগে হাই লামা আর কারও সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করতে চায়নি।

কনওয়ের কাছে অবশ্য ব্যাপারটি মোটেও অদ্ভুত লাগেনি। বরঞ্চ তৃতীয় এবং চতুর্থ সাক্ষাতের পর খুবই স্বাভাবিক ঠেকেছে।

দিন পেরনোর সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি অনুভব করতে শুরু করেছে ও। পেরল্ট, হেনসেল এবং অন্যান্যদের মত ব্লু মুন তাকেও জাদু করেছে, বেঁধে ফেলেছে মায়াজালে।

কনওয়ে উপলব্ধি করছে, নিঃশব্দে প্রেম এসেছে তার জীবনে। মাঞ্চু মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলেছে ও। তবে ওর প্রেম কিছুই দাবি করে না, এমনকি সাড়াও নয়। শাংরিলা এবং লো-সেন তার কাছে পবিত্র। এ মুহূর্তে মাঞ্চু মেয়েটির উপস্থিতিটুকুই যথেষ্ট। বেশি কিছু চাওয়ার নেই তার। তবে ইদানীং কেন যেন মনে হচ্ছে ম্যালিনসনের প্রতি লো-সেন দুর্বল। মেয়েটির চোখ দেখে সে কথা বুঝতে পারে কনওয়ে। ম্যালিনসনও কি মেয়েটির প্রেমে পড়েনি?

যাহোক, রাতে পদ্ম পুকুরের কাছে ঘোরাফেরার সময় প্রায়ই লো-সেনকে নিজের বাহুডোরে কল্পনা করে কনওয়ে। কিন্তু অফুরন্ত সময়ের কথা মনে পড়লে ভেসে যায় সে স্বপ্ন। শান্তমনে অপেক্ষা করে চলেছে ও। কোন তাড়াহুড়ো নেই। জানে, সময় তার পদানত। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে সময়ে কাঙ্ক্ষিত সব কিছুই পাওয়া যাবে। আগামী এক বছর এমনকি দশ বছর পরেও প্রচুর সময় থাকবে হাতে। চিন্তাটা মনের মধ্যে ধীরে ধীরে গেড়ে বসছে, সে সঙ্গে বাড়ছে ওর ফুর্তির আমেজ।

আর এরই ফাঁকে ফাঁকে সে অন্য জীবনেও এক আধবার টুঁ মারে। উপভোগ করে ম্যালিনসনের অসহিষ্ণুতা, বার্নার্ডের রসিকতা আর মিস ব্রিংকলোর কমন সেন্স। কনওয়ে অনুভব করে, অন্যেরা ওর সমান জেনে

www.BanglaBook.org

ফেললে ভাল হয়। মিস ব্রিংকলো আর বার্নার্ডের ব্যাপারে অসুবিধে হবে না। বার্নার্ডের একদিনের কথায় খুশি হয়ে উঠল ওর মন।

'এখানে সেটল করলেও মন্দ হয় না,' ওকে বলল বার্নার্ড। 'প্রথম প্রথম মনে হত খবরের কাগজ না পড়ে, সিনেমা না দেখে বাঁচব কিভাবে। কিন্তু এখন সহজেই মানিয়ে নিতে পারছি।'

'মানুষের দ্বারা সবই সম্ভব,' হেসে সম্মতি দিল কনওয়ে।

'এবার সত্যি কথাটা বলে ফেলি,' বলেছে বার্নার্ড। 'এবারকার কুলিদের সঙ্গে ফিরছি না আমি। ওরা তো আসা-যাওয়ার মধ্যেই আছে। পরে ভেবে দেখা যাবে।'

'আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না?' ম্যালিনসনের কণ্ঠে বিস্ময়।

'না—কিছুদিন থাকব এখানে। আপনাদের জন্যে ফেরাটা জরুরী, আমার জন্যে নয়। আত্মীয়স্বজনরা আপনাদের বুকে জড়িয়ে ধরবে আর আমার জন্যে অপেক্ষা করবে কেবল পুলিস। কথাটা যত ভাবি ততই ফিরতে মন টানে না।'

'সে আপনার ব্যাপার,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল ম্যালিনসন। 'আপনি সারাজীবন এখানে পড়ে থাকতে চাইলে কার কি বলার আছে।'

মিস ব্রিংকলো হঠাৎ বইটা নামিয়ে রেখে বলল, 'আমিও থাকছি।'

'অ্যাঁ?' কোরাসে বলল ওরা।

উজ্জ্বল হেসে বলল মিস ব্রিংকলো, 'আমার ধারণা, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে ঈশ্বর আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। সেজন্যেই থাকব।'

সকলে চেয়ে রইল তার দিকে। নির্বাক।

'আমি লোকজনকে খৃস্টান ধর্মে শিক্ষিত করতে চাই,' বলে চলেছে মিস ব্রিংকলো। 'সেজন্যেই তিব্বতী শিখছি। এদের সঙ্গে কিভাবে চলতে হবে জানা হয়ে গেছে। আমি আমার ইচ্ছেতেই চলব।'

'ভাল,' হেসে বলল বার্নার্ড, 'আমারও মনে হয়েছে এখানে কিছু একটা আছে যা মানুষকে টানে।'

'আপনাদের আসলে জেলখানায় পচে মরার মানসিকতা,' ম্যালিনসনের কণ্ঠে রাগ।

পরে কনওয়ের সঙ্গে একাকী কথা বলল ও।

'বার্নার্ড লোকটাকে সহ্য করতে পারছি না। ফেরার সময় ও সঙ্গে না থাকলে খুশিই হব আমি।' মুহূর্তের জন্যে অস্বস্তি ফুটল ওর দু চোখে। তারপর হঠাৎই বলে ফেলল, 'ওর বদলে চাইনিজ মেয়েটাকে সঙ্গে করে

নিয়ে যেতে চাই।'

কনওয়ে আলতো করে হাত রাখল ম্যালিনসনের বাহুতে। যুবকটির জন্যে মায়া হচ্ছে ওর। সত্যি কথাটি জেনে ফেললে এই উচ্ছল যুবক মুষড়ে পড়বে।

'লো-সেনের জন্যে ভাবতে হবে না,' নরম করে বলল কনওয়ে। 'ও এখানে ভালই আছে।'

এরপর চ্যাঙের সঙ্গে দেখা হলে ও বলল, 'ম্যালিনসনকে নিয়ে আমার যত দুশ্চিন্তা। ওকে সত্যি কথাটা বলতে সাহস পাচ্ছি না।'

সহানুভূতির সঙ্গে মাথা নাড়ল চ্যাং।

'হ্যাঁ, ওকে বোঝানো মুশকিল হবে। তবে বেশিদিন নয় এই বছর বিশেকের মধ্যেই উনি মানিয়ে নেবেন।'

কনওয়ে এতেও ভরসা পেল না।

'ওকে বলি কিভাবে? কুলিদের জন্যে দিন গুণছে ও। ওরা যদি না আসে—'

'আসবে। ক'সপ্তাহের মধ্যেই এসে পড়বে।'

'তখন ম্যালিনসনকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।'

'ঠেকাব কেন?' বলল চ্যাং। 'উনিই বুঝবেন কুলিরা সঙ্গে করে কাউকে নিতে পারবে না। কোন সন্দেহ নেই হতাশ হয়ে পড়বেন। তবে পরবর্তী দলটির জন্যে মনে মনে আশা করতেও শুরু করবেন। ওটা আসবে ন'-দশ মাস পরে।'

'তাতে লাভ নেই,' তীক্ষ্ণ স্বরে জানাল কনওয়ে। 'ও নিজেই পালানোর পথ খুঁজে নিতে চাইবে।'

'পালানোর পথ? এ শব্দ দুটো ব্যবহার না করলেই কি নয়? পথ তো আমরা সবার জন্যেই খুলে রেখেছি।'

'তারমানে আপনারা লোককে পালানোর সুযোগ দেন। কারণ আপনারা মনে করেন পালাতে চায় বোকারা। এরপরও কিন্তু লোকে বোকামি করে, করে না?'

'খুব কম লোকেই করে,' বলল চ্যাং। 'আর বাইরে এক রাত কাটানোর পর তারা নিজেরাই পালিয়ে আসে।'

কনওয়ে চায় ম্যালিনসনকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিক কর্তৃপক্ষ। ব্যাপারটি সম্ভব কিনা জিজ্ঞেস করল চ্যাংকে।

'অবশ্যই সম্ভব,' জবাবে বলল চ্যাং। 'কিন্তু আপনার বন্ধুর ওপর বিশ্বাস

www.BanglaBook.org

রাখাটা কি ঠিক হবে?'

কনওয়ে চ্যাঙের আশঙ্কার সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলো। ডারতে পৌঁছে ম্যালিনসন যা যা করবে তা ভালভাবেই জানা আছে ওর। শাংরিলার ব্যাপারে তার তীব্র আপত্তি, সোজা রিপোর্ট করবে সরকারকে।

ফলে, যুবকটির জন্যে খানিকটা উৎকণ্ঠা অনুভব করছে কনওয়ে, হাই লামাও। প্রায়ই সে বুড়ো মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে যায়, সন্ধেবেলায়। দীর্ঘ সময় কাটায় দুজনে, ফেরে গভীর রাতে। হাই লামা ওর তিন সঙ্গী সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে ভোলে না। এক রাতে বলল বৃদ্ধ ঃ 'আপনার যুবক বন্ধুটি এখানে খাপ খাওয়াতে পারছে না।'

'হ্যাঁ,' বলল কনওয়ে। 'ঝামেলা হবে।'

'আপনার জন্যে।'

'আমার জন্যে কেন?' জানতে চাইল কনওয়ে। বিস্মিত।

'কারণ আমি শীঘ্রিই মারা যাব, মাই সান,' সহজ ভাবে বলল হাই লামা।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল কনওয়ে। মুখে কথা জোগাল না। বলে চলেছে হাই লামা, 'অবাক হলেন? সবাইকেই মরতে হবে—এই শাংরিলাতেও। আমার হয়তো মরতে আরও কিছুক্ষণ বাকি, হয়তো কয়েক বছর। তবে সত্যি কথা হচ্ছে, আমার দিন ঘনিয়েছে। আমার কোন অতৃপ্তি নেই, বাকি আছে কেবল একটি জিনিস। বলুন তো কি?'

কনওয়ে নির্বাক।

'আপনার ব্যাপারে, মাই সান।'

কনওয়ে সামান্য বো করল। বলে চলল হাই লামাঃ 'আমাদের ঘন ঘন কথা বলাটা অনেকের কাছেই অস্বাভাবিক ঠেকেছে। তবে এ ব্যাপারে তেমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। আমরা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব ভেবে চিন্তেই সিদ্ধান্ত নিই। সেজন্যেই চূড়ান্ত ফয়সালা করে ফেলতে পারছি।'

কনওয়ে এখনও নিশ্চুপ।

'আমি আপনার জন্যে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছি, মাই সান। এ ঘরে বসে নতুন অতিথিদের দেখেছি, আর আশা করেছি একদিন না একদিন আপনার দেখা পাবই পাব। আমি চাই আপনি শাংরিলায় আমার জায়গা নিন।' বৃদ্ধ সামান্য থেমে বলতে লাগল ঃ 'কাজটা তেমন কঠিন কিছু নয়। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধৈর্যের সঙ্গে মনের চর্চা করে যেতে হবে আর বাইরের

দুনিয়ায় যখন তোলপাড় চলবে তখন নজর রাখতে হবে স্থানীয় লোকজনের ওপর। কাজটা খুবই সহজ, আপনার ভালও লাগবে।'

কনওয়ে জবাব দিতে চেয়েও ব্যর্থ হলো। পর্দাঘেরা জানালার ওপাশে বিজলি চমকাচ্ছে, সে সঙ্গে বাজের শব্দ। শেষ পর্যন্ত বলতে পারল ও ঃ 'তোলপাড়···আপনি যে তোলপাড়ের কথা বললেন···'

'অমন যুদ্ধ দুনিয়ার লোক আগে কখনও দেখেনি। কেউ কল্পনাও করতে পারবে না কী ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। সব কিছুকে ধুলোয় মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত ওই যুদ্ধ থামবে না। শাংরিলা ছাড়া কোথাও নিরাপত্তা থাকবে না। এ জায়গাটা সবার চোখের আড়ালে থেকে যাবে। বৈমানিকরাও বোমারু বিমান নিয়ে আমাদের ওপর দিয়ে যাবে না।'

'এসব ঘটবে আমার আমলে?'

'যুদ্ধের সঙ্গে যুঝে টিকে যাবেন আপনি। বয়স বাড়বে, অভিজ্ঞতা হবে, ধৈর্য হবে। অতিথিদের জ্ঞান দেবেন আপনি, তাদের মধ্যে থেকেই কেউ একজন আপনার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবে। পুরানো জঞ্জালের ওপর দাঁড়িয়ে নতুন পৃথিবীর মানুষ তার হারানো সম্পদের খোঁজ করবে। সে সম্পদ রয়েছে এখানে, নতুন পৃথিবীকে গড়ে তোলার জন্যে বুদ্ধি মুনে সব জমিয়ে রেখেছি আমরা।'

কণ্ঠটি থেমে গেল। কনওয়ে দেখল তার সামনের মুখটিকে অদ্ভুত, নিখুঁত সুন্দর দেখাচ্ছে। বৃদ্ধের চোখ বোজা। খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ও। তারপর হঠাৎই যেন স্বপ্নের মধ্যে আবিষ্কার করল হাই লামা মারা গেছে।

অন্ধকার ঘরটির জানালায় দাঁড়িয়ে রইল কনওয়ে। দুলছে অনিশ্চয়তার দোলায়। আকাশ এ মুহূর্তে পরিষ্কার, যদিও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। স্বপ্নের ঘোর না কাটলেও কনওয়ে বুঝতে পারল এখন সে-ই শাংরিলার প্রভু। শান্ত, অবিনশ্বর পৃথিবী তার চারপাশে। এমন মাটিতেই তো সে বাস করতে চায়, কাটাতে চায় দুশ্চিন্তামুক্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। বাইরে বেরিয়ে এসে উঠন এবং পদ্ম পুকুর পেরল ও। গোটা উপত্যকাটি তখন জোছনায় ধুয়ে যাচ্ছে।

পরে অনুভব করল ম্যালিনসন কাছেই রয়েছে। হাত ধরে টেনে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। কেন, তা না বুঝলেও যুবকটির উত্তেজিত কণ্ঠের কথাগুলো কানে ঢুকছে তার।

www.BanglaBook.org

এগারো

খাবার ঘরে এসে ঢুকল ওরা। জরুরী কণ্ঠে বলল ম্যালিনসন, 'চলুন, কনওয়ে, গাঁটরি বোঁচকা বেঁধে ভোরের আগেই কেটে পড়ি। কুলিরা এখানে ঢোকার মুখ থেকে মাইলপাঁচেক দূরে রয়েছে। গতকাল রাজ্যের বই আর মালপত্র নিয়ে এসেছিল ওরা। আগামীকাল ফিরতি পথ ধরবে··· কি হলো? অসুস্থ নাকি আপনি?'

কনওয়ে ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়েছে। টেবিলে দু হাত রেখে সামনে ঝোঁকা; চোখের ওপর দিয়ে একটা হাত বুলিয়ে নিল।

'অসুস্থ?' আবিষ্টের মত বলল ও। 'না, তা নয়। আসলে—অসম্ভব—টায়ার্ড।'

'ঝড়ের কারণে হতে পারে। এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আপনার জন্যে সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি।'

'আমি—আমি হাই লামার ওখানে গিয়েছিলাম।'

'ও, তাই বলুন! যাকগে, এবারই তো শেষ বার।'

'হ্যাঁ, ম্যালিনসন, এবারই শেষ।' নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে ও, সিগারেট জ্বালল। অনুভব করছে হাত আর ঠোঁট জোড়া কাঁপছে।

'ঠিক বুঝতে পারলাম না,' কোনমতে বলল ও। 'তুমি কুলিদের কথা কি যেন বলছিলে···'

'হ্যাঁ, বলছিলাম আমাদের শিগগির রওনা হতে হবে।'

'শিগগির?' কনওয়ে নিজেকে স্বপ্নের পৃথিবী থেকে আবার টেনে আনতে চেষ্টা করল। সফলও হলো খানিকটা।

'যতটা সহজ ভাবছ ততটা আসলে নয়। কুলিরা তোমাদের নেবে কেন?'

'নেবে,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ম্যালিনসন। 'কুলিদের অগ্রিম টাকা দেয়া হয়েছে, আমাদের নিতে রাজি ওরা। আর কাপড়-চোপড়, খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এখন শুধু রওনা দেব।' ম্যালিনসন তিব্বতী মাউন্টেন-বুট পরতে শুরু করল।

'কিন্তু এসব প্ল্যান কার?'

'লো-সেনের,' তীক্ষ্ণ জবাব দিল ম্যালিনসন। 'ও-ই সব ব্যবস্থা করেছে। ও এখন কুলিদের সঙ্গে অপেক্ষা করছে।'

'অপেক্ষা করছে?'

'হ্যাঁ। ও-ও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে।'

এবার প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কনওয়ে।

'অসম্ভব! হতেই পারে না!'

'অসম্ভব হতে যাবে কেন?' ম্যালিনসন রেগে গেছে।

'কারণ···অসম্ভব, ব্যস। অনেক রকমের কারণ আছে। সাফ কথা এটা কখনোই সম্ভব নয়।'

'অসম্ভবও নয়,' তর্ক জুড়ল ম্যালিনসন। 'ও এ জায়গা ছাড়তে চায়।'

'কোন্ দুঃখে? ও রীতিমত আরামে আছে এখানে। তুমি ভুল করছ।'

স্মিত হাসল ম্যালিনসন।

'তবে আমাদের সঙ্গে আসতে চায় কেন?'

'বলেছে ও? কিভাবে বলল? ও তো ইংরেজি জানে না।'

'তিব্বতী ভাষায় জিজ্ঞেস করেছিলাম। মিস ব্রিংকলো আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে কি বলতে হবে।'

কনওয়ের আঙুল থেকে সিগারেট খসে পড়ল। ক্লান্ত, উৎকণ্ঠিত বোধ করছে সে।

'ও এ জায়গা ছেড়ে যাবে কোথায়?' নরম করে জানতে চাইল।

'চীন বা অন্য কোথাও হয়তো বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন আছে,' জবাব দিল ম্যালিনসন। 'আর কেউ যদি ওর দায়িত্ব না নেয় তবে আমি আছি। এই নরক থেকে ওকে উদ্ধার করাটাই এখন আসল কথা, কোথায় যাবে না যাবে সে প্রশ্ন পরে।'

'তোমার ধারণা শাংরিলা নরক।'

'অবশ্যই। এখানকার আলো বাতাসে আমি অমঙ্গলের গন্ধ পাই, প্রতি মুহূর্তে।'

'আগে আমার কথা শোনো, তারপর বুঝতে পারবে লো-সেন কেন তোমার সঙ্গে যেতে পারছে না,' ধীরে ধীরে বলল কনওয়ে।

কনওয়ে হাই লামা আর চ্যাঙের কাছ থেকে শোনা কথাগুলোর সার সংক্ষেপ জানাল ম্যালিনসনকে। একটানে কথা শেষ করল ও। সব বলা শেষে পরিতৃপ্তির শ্বাস ফেলল।

ম্যালিনসনের মধ্যে অবশ্য ভাবান্তর দেখা গেল না। টেবিলে আঙুলের

www.BanglaBook.org

টোকা দিচ্ছে। অনেকক্ষণ বাদে মুখ খুলল, 'আপনি বদ্ধ উন্মাদের মত কথা বলছেন, এছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই।'

ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল। কনওয়ে বিস্মিত এবং হতাশ। আর ম্যালিনসন ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত।

'তোমার ধারণা আমি পাগল?' শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল কনওয়ে।

হাসল ম্যালিনসন। 'মানে আর কি···আজগুবি,গাঁজাখুরি গল্প শোনালেন। লামারা কয়েকশো বছর ধরে বেঁচে আছে, অনন্ত যৌবনের রাস্তা খুঁজে পেয়েছে—এসব হয় না।'

'শুনতে অদ্ভুত, স্বীকার করছি,' বলল কনওয়ে। 'কিন্তু এটুকু নিশ্চয় বুঝেছ, এটা অদ্ভুত এক জায়গা।'

'কোন সন্দেহ নেই। এখানকার সেন্ট্রাল হিটিং প্ল্যান্ট, ইউরোপীয়ান বাথটাব, লাইব্রেরি—এগুলো দেখে তাজ্জব বনতেই হয়। কিন্তু তাই বলে কেউ একজন বলল তারা কয়েকশো বছরের বুড়ো আর আমরাও বিশ্বাস করে নিলাম সেটা হয় না।' কনওয়ের দিকে উদ্বিগ্ন চোখে চাইল ও। 'চলুন, আর দেরি না করে মালপত্র বেঁধে নেবেন। ভারতে পৌঁছে তর্কাতর্কির অনেক সময় পাওয়া যাবে।'

'ভারতে ফেরার কোনই ইচ্ছে আমার নেই,' শান্তস্বরে জানাল কনওয়ে।

'আপনি তবে আমার সঙ্গে যাচ্ছেন না? বার্নার্ড আর মিস ব্রিংকলোর মত আপনিও এখানে থেকে যাবেন? যাকগে, আমাকে অন্তত আটকাবেন না!' লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে এগোল ম্যালিনসন। 'আপনি পাগল হয়ে গেছেন! বদ্ধ পাগল! আমি চললাম! কথা দিয়েছি যাব!'

'লো-সেনের কাছে?'

'হ্যাঁ।'

কনওয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল।

'গুডবাই, ম্যালিনসন।'

'আপনি সত্যিই আসছেন না?'

'আসতে পারছি না,' ভারি গলায় বলল কনওয়ে। করমর্দন করল ওরা, বেরিয়ে গেল ম্যালিনসন।

কনওয়ে লণ্ঠনের আলোয় একাকী বসে হাই লামার কথাগুলো ভাবতে শুরু করল। খানিক পরে রিস্টওয়াচ দেখল। তিনটে বাজতে দশ মিনিট।

ম্যালিনসন যখন ফিরল তখন টেবিলে বসে শেষ সিগারেটটি ফুঁকছে কনওয়ে। যুবকটি নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। দেখতে পেয়ে কনওয়ে বলল, 'কি ব্যাপার? ফিরে এলে কেন?' মাথা কেমন যেন ঘোলাটে লাগছে ওর।

ম্যালিনসন ধীরপায়ে ঘরে ঢুকে এল। ভারি কোটটি খুলে বসল চেয়ারে। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর চেহারা, গোটা শরীর কাঁপছে থরথর করে।

'ভয় লেগে গেল!' করুণ শোনাল ওর কণ্ঠ। 'যেখানে আমরা রশি দিয়ে নিজেদের বেঁধেছিলাম সে পর্যন্ত গিয়ে আর যেতে পারলাম না। সাহসে কুলাল না।' হাসতে শুরু করেই কেঁদে ফেলল ও। 'এই লোকগুলোর ভয়ের কারণ নেই,' বুনো ভঙ্গিতে বলল সে। 'শাংরিলায় কেউ কখনও পায়ে হেঁটে আক্রমণ করতে আসবে না। কিন্তু বোমা মেরে যদি এদের উড়িয়ে দেয়া যেত—'

'এ কথা কেন বলছ, ম্যালিনসন?'

'কারণ শাংরিলাকে গুঁড়িয়ে দেয়া উচিত। অস্বাস্থ্যকর, বাজে একটা জায়গা! এক দল ঘাটের মড়া মাকড়সার মত জাল বিছিয়ে বসে রয়েছে। যে কাছে আসবে তাকেই জড়িয়ে ফেলবে···জঘন্য! আপনি আমার সঙ্গে কেন আসতে চাইছেন না, কনওয়ে? নিজের স্বার্থে আপনাকে পালাতে অনুরোধ করতে মন চাইছে না। কিন্তু আমার বয়স কম, যেতে আমাকে হবেই। তাছাড়া লো-সেনের কথাও ভাবা উচিত। ওরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে।'

'লো-সেন তরুণী নয়। ওর কোন ভবিষ্যৎও নেই।' বলল কনওয়ে।

ঝট করে চাইল ম্যালিনসন। 'তা তো ঠিকই—তা তো ঠিকই! ওকে দেখায় সতেরো বছরের মেয়েদের মত কিন্তু আপনি বলবেন ওর বয়স নব্বই, ঠিক না?'

'ম্যালিনসন, ও এখানে এসেছে আঠারোশো চুরাশিতে।'

'পাগলের প্রলাপ!'

'ওর রূপ যৌবন সবই শুধুমাত্র এই উপত্যকার কল্যাণে। ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও, দেখবে কোথায় রূপ আর কোথায় যৌবন। থুত্থুড়ে বুড়ীতে পরিণত হবে ও।'

কর্কশভাবে হেসে উঠল ম্যালিনসন।

'ওসবে কাজ হবে না,' বলল ও। 'আপনার কথার প্রমাণ কি? লো-

www.BanglaBook.org

সেন আপনাকে এ ব্যাপারে কখনও কিছু বলেছে?'

'না, কিন্তু—'

'তবে অন্য লোকের কথায় কান দেন কেন? আপনি বলেছেন, কি একটা ড্রাগ যেন ব্যবহার করে এরা, যৌবন ধরে রাখার জন্যে। নাম কি সেই ড্রাগের? দেখেছেন আপনি? ব্যবহার করেছেন?'

'না।' কনওয়ের হঠাৎ মনে হলো ম্যালিনসনের মত করে সে তো কখনও ভেবে দেখেনি। যা শুনেছে তা বিশ্বাস করে নেয়ার জন্যে যেন তৈরিই ছিল তার মন।

'আসলে খুঁটিনাটি জানতে চাননি আপনি,' জোর গলায় বলল ম্যালিনসন। 'গল্পটা আস্ত গিলে নিয়েছেন।' কনওয়ের চেহারায় সন্দেহের ছায়া ঘনাতে দেখে বলে চলল্ঃ 'আর ভবিষ্যতের যুদ্ধের কথাটাই ধরুন। যুদ্ধটা কবে শুরু হবে এরা জানে কিভাবে? তার পরিণতির ব্যাপারেই বা এরা এত নিশ্চিত হচ্ছে কি করে?'

কনওয়ে চুপ রইল। বলছে ম্যালিনসনঃ 'আপনাকে বুঝি না আমি। কিন্তু বুঝলে বড় ভাল হত! কনওয়ে, আপনি ঘোরের মধ্যে আছেন। আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। বলে দিন কিভাবে সাহায্য করতে পারি।'

এরপর দীর্ঘ নীরবতা।

'একটা প্রশ্নই শুধু করতে চাই,' নীরবতা ভেঙে বলল কনওয়ে। 'রাগ করবে না তো?'

'না।'

'তুমি কি লো-সেনকে ভালবাস?'

'বাসি,' আস্তে জবাব দিল ম্যালিনসন। 'হয়তো অদ্ভুত শোনাচ্ছে, তবে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনি।'

'আমারও একই ব্যাপার,' কনওয়ে বলল। 'তুমি আর ওই মেয়েটাই দুনিয়ায় আমার সবেচেয়ে প্রিয় মানুষ। অবাক হলে?' উঠে পায়চারি শুরু করল ও। উদ্বিগ্ন, বিপর্যস্ত।

'লো-সেন যে তরুণী তা জানলে কিভাবে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল কনওয়ে। জবাব শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। অনেক কিছু নির্ভর করে জবাবটির ওপর।

অর্ধেকখানি ঘুরে কাঁধের ওপর দিয়ে মৃদু গলায় বলল ম্যালিনসন, 'কোন বুড়ী কি প্রেমের ডাকে সাড়া দেয়? আপনি আসলে ওকে বুঝতে পারেননি। বাইরে থেকে দেখে ওকে ঠাণ্ডা মেয়ে মনে হলেও ওর ভেতরে রয়েছে

তরুণীর চপলতা। এখানে থাকতে থাকতে বুড়ো মানুষের মত হয়ে গেছে।'

জানালার কাছে গিয়ে কারাকালের রূপালী শুভ্রতার দিকে দৃষ্টি মেলে দিল কনওয়ে। মনে হচ্ছে, স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। বাস্তবতার ছোঁয়ায় অন্যান্য সুন্দর জিনিসের মত স্বপ্নও মিলিয়ে গেছে। খারাপ লাগছে না ওর, তবে হতবাক ভাবটা কাটতে চাইছে না। মাথা ঠিক আছে কি নেই বুঝে পেল না ও।

আচমকা ঘুরে ম্যালিনসনের দিকে তাকাল।

'আমি তোমার সঙ্গে এলে রশির জায়গাটুকু ম্যানেজ করতে পারবে মনে করো?' জিজ্ঞেস করল কনওয়ে।

লাফিয়ে কাছে চলে এল ম্যালিনসন।

'কনওয়ে!' চেঁচাল ও। 'আপনি আসবেন? মত পাল্টালেন শেষ পর্যন্ত?'

কনওয়ে তৈরি হয়ে নিতেই যাত্রা শুরু করল ওরা। এ উপত্যকা ত্যাগ করা অতি সাধারণ ব্যাপার—পলায়নের বদলে যেন সবার নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। অন্ধকার উঠন পেরনোর সময় কারও দেখা পেল না ওরা। বকবক করে চলেছে ম্যালিনসন, কান দিচ্ছে না কনওয়ে। জটলা পাকিয়ে গেছে মাথার ভেতর, ঘোর লাগা মানুষ মনে হচ্ছে নিজেকে। ওদের দীর্ঘ বিতর্ক যে এভাবে শেষ হয়ে যাবে ভাবেনি কনওয়ে। জায়গাটাকে ভালবেসে ফেলেছিল ও। এখানে প্রশান্তি অনুভব করছিল।

এক ঘণ্টা হাঁটার পরে রাস্তার একটি মোড়ে দাঁড়াল ওরা, হাঁপাচ্ছে। শেষবারের মত দেখে নিল শাংরিলাকে। নিচে বু মুন উপত্যকা, ঠিক যেন গভীর কোন সমুদ্র। ছড়ানো ছিটানো বাড়ির ছাদগুলোকে ভাসমান রঙিন নৌকার মত লাগছে। ও কোন ভুল করছে না তো? হাই লামা ওকে বিশ্বাস করেছিল, দায়িত্ব দিয়েছিল। দায়িত্ব গ্রহণে আপত্তিও করেনি ও, তবু চলে যাচ্ছে কেন? মৃত মানুষটির প্রতি কোন অন্যায় কি করছে ও? অবশ্য ম্যালিনসন আর লো-সেনের জন্যে সবই করবে সে। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে খাড়া জায়গাটুকুর জন্যে দড়ি রেডি করে নিল কনওয়ে। নিজেকে তার দু ভুবনের এক ভবঘুরে মনে হচ্ছে। সারাজীবন হয়তো এভাবেই ঘুরে মরতে হবে, স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝামাঝি। তবে এ মুহূর্তে মাথায় খেলা করছে একটিই চিন্তা; ম্যালিনসনকে পছন্দ করে সে, ওকে সাহায্য করতে হবে। চড়াইয়ের এ পর্যায়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিল ম্যালিনসন। কিন্তু কনওয়ে পেশাদার পর্বতারোহীর মত ওকে তুলে নিয়ে এল চুড়োয়। বড্ড পরিশ্রম গেছে—বিশ্রাম নেয়ার জন্যে ক'মিনিট বসল ওরা।

www.BanglaBook.org

'কনওয়ে, আপনি আমার জন্যে যা করলেন···আমার মনের অবস্থাটা যদি বুঝিয়ে বলতে পারতাম···আমি যে কী পরিমাণ কৃতজ্ঞ···' গলা বুজে আসছে ম্যালিনসনের।

'বাদ দাও না ওসব কথা,' নরম গলায় বলল কনওয়ে।

সূর্য ওঠার মুহূর্তে কুলিদের ক্যাম্পে পৌঁছল ওরা। দেখতে পেল ওদের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে লোকগুলো। যত দ্রুত সম্ভব টাটসিয়েন—ফু-র উদ্দেশে রওনা দেবে, চীনা সীমান্তের এগারোশো মাইল পুবে।

'উনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন!' লো-সেনের সঙ্গে দেখা হলে উত্তেজিত ম্যালিনসন চেঁচিয়ে উঠল। মেয়েটি যে ইংরেজি জানে না বেমালুম ভুলে গেছে। অনুবাদ করে দিল কনওয়ে। ছোট মেয়েটিকে কোনদিন আজকের মত এত হাসিখুশি দেখেনি কনওয়ে। ও যাচ্ছে শুনে মিষ্টি হাসল লো-সেন, যদিও তার চোখজোড়া ম্যালিনসনের চোখে।

BanglaBook.org

শেষ কথা

দিল্লীতে রাদারফোর্ডের সঙ্গে আবার দেখা হলো। খবরের কাগজ পড়ে জেনেছিলাম সে সম্প্রতি কাশগার থেকে ফিরেছে।

'কনওয়েকে খুঁজেছিলে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'খোঁজা বললে ভুল হবে,' বলল ও। 'এত বড় একটা দেশে কাউকে খুঁজে বার করা চাট্টিখানি কথা নয়। এটুকু বলতে পারি, যেসব জায়গায় ওর খবর পাওয়া সম্ভব সবখানেই গিয়েছি। লাস্ট মেসেজে জানা গেল ও ব্যাংকক ছেড়ে উত্তর-পশ্চিমের দিকে গিয়েছে। অবশ্য সেখানে খোঁজাখুঁজি করে কোন লাভ হয়নি।'

'ব্লু মুনে খোঁজ করলে পাওয়া যেতে পারে?'

'হ্যাঁ—জোর সম্ভাবনা আছে।' রাদারফোর্ড সিগারেট জ্বালিয়ে বলতে লাগলঃ 'প্রচুর ট্র্যাভেল করেছি। বাসকুল, ব্যাংকক, চুং কিয়াং, কাশগার—সবখানেই গিয়েছি। শাংরিলা এরই মাঝামাঝি কোন জায়গায় হবে। তবে খুঁজে বার করা মুশকিল!'

'তিব্বতে গিয়ে তবে লাভ হয়নি?'

'যাই-ই তো নি,' জানাল রাদারফোর্ড। 'সরকারী লোকেরা বলল দুনিয়ার কোন পাসপোর্টেই কুয়েন লাসের ওপারে যাওয়া সম্ভব নয়। ওরা ঠিকই বলেছে। ওসব পাহাড়ে মানুষের পা পড়েইনি বলা যায়। এক আমেরিকান ট্র্যাভেলারের সঙ্গে একবার পরিচয় হয়েছিল। সে পাহাড়গুলো ক্রস করতে চেয়েছিল, কিন্তু কোন পথ খুঁজে পায়নি। এলাকাটার কোন ম্যাপও নেই। ব্লু মুনের নাম শোনেনি সে।'

জানতে চাইলাম 'কারাকাল' আর 'শাংরিলা' নাম দুটির সঙ্গে ওই আমেরিকান পরিচিত ছিল কিনা।

'না,' পাল্টা বলল রাদারফোর্ড। 'ওগুলো তো দূরের কথা, তিব্বতী মঠ সম্পর্কে ওর ধারণা আছে কিনা জানতে চাওয়ায় সে বলল, "মঠের ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই। এক চীনা আমাকে মঠ দেখতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, যাইনি।" ওর কথা শুনে আগ্রহ হলো। চীনার সঙ্গে ওর কবে দেখা হয়েছিল জানতে চাইলাম। "তা বহুদিন হবে। খুব সম্ভব উনিশশো এগারো," বলল ও। একদল আমেরিকান অভিযাত্রীর সঙ্গে নাকি ট্র্যাভেল

www.BanglaBook.org

করছিল ও। কুয়েন লাসের কাছে দেখা হয়েছিল চীনে লোকটির সঙ্গে। লোকটি চমৎকার ইংরেজি বলে। ওকে কুলিরা চেয়ারে চাপিয়ে বয়ে বেড়াচ্ছিল। কাছের এক মঠে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে ওদেরকে অনেক পীড়াপীড়ি করেছিল লোকটি। এমনকি নিজেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমেরিকানটি আমাকে যা বলেছে তা হচ্ছে ওদের হাতে সময় কম ছিল, তাছাড়া, ইচ্ছেও ছিল না।' সামান্য বিরতির পর বলে চলল রাদারফোর্ডঃ 'এতে অবশ্য নিশ্চিত করে কিছু বোঝার উপায় নেই। ওটা শাংরিলা নাও হতে পারে।'

'বাসকুলে কিছু জানতে পারোনি?'

'বার্নার্ডকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম। কনওয়ের কথা মত ও যদি ব্রায়ান্ট হয় তাতেও আশ্চর্য হব না। ওর হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়াটা সত্যিই রহস্যময়।'

'টালুর ব্যাপারে খোঁজ খবর করেছিলে?'

'চেষ্টা করেছিলাম—কাজ হয়নি। তবে অদ্ভুত একটা ব্যাপার জানতে পেরেছি। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এক জার্মান প্রফেসর ছিলেন জেনা-য়। তিনি আঠারোশো সাতাশিতে তিব্বত গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক আর ফেরেননি। গল্প শোনা যায় নদীতে ডুবে মারা যান তিনি। তাঁর নাম ফ্রেডরিক মেস্টার।'

'বলো কি! কনওয়ে যাদের নাম বলেছিল তাদের মধ্যে তো এ-ও ছিল!' বলে উঠলাম। 'অন্যদের ট্রেস করতে পারলে?'

'না। চপিনের শিষ্য ব্রায়াকের কোন রেকর্ড পাওয়া গেল না। অবশ্য তাই বলে যে তার অস্তিত্ব ছিল না একথা বলা যাবে না। পেরল্ট আর হেনসেলের ব্যাপারেও কিছু জানতে পারিনি।'

'আর ম্যালিনসন?' জানতে চাইলাম। 'ওর কি হলো? আর সেই মাঞ্চু মেয়েটি?'

'কোন খবর নেই। কুলিদের সঙ্গে ব্লু মুন ছাড়ার পরপরই কনওয়ের গল্প ফুরিয়ে গেছে। এরপর সে বাকিটা হয় আমাকে বলেনি নয়তো বলতে পারেনি। পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে ম্যালিনসন চীনে পৌঁছয়নি। শাংহাই আর পিকিঙে সব ধরনের তদন্ত করেছি। এমনকি টাটসিয়েন ফু-তেও খোঁজ করতে ভুলিনি। কনওয়ের দল সেখানে পৌঁচেছিল বলে কোন খবর কারও জানা নেই।'

'তো, কনওয়ে কিভাবে চুং কিয়াঙে পৌঁছল তা জানা গেল না?'

না।'

চুপচাপ দীর্ঘ সময় বসে রইলাম আমরা। চিন্তামগ্ন। শেষপর্যন্ত নীরবতা ভাঙল রাদারফোর্ড।

'এবার এমন একটা কথা বলব শুনলে অবাক হয়ে যাবে। চুং কিয়াঙের মিশনারী হাসপাতালের স্টাফদের কাছ থেকে কথাটা জেনেছি। জানতে চেয়েছিলাম কনওয়ে কিভাবে ওই হাসপাতালে পৌঁচেছে—একাই নাকি সঙ্গে কেউ ছিল। প্রথমে মনে করতে পারল না ওরা, কিন্তু হঠাৎ এক নার্স বলল, "যদ্দূর মনে পড়ে ডাক্তার সাহেব বলেছিলেন এক মহিলা নিয়ে এসেছিল তাকে।" ডাক্তারকে ওখানে পেলাম না। সে শাংহাইয়ের বড় এক হাসপাতালে বদলী হয়ে চলে গেছে। তার ঠিকানা নিয়ে দেখা করতে গেলাম। কনওয়ের কেসটা মুহূর্তে মনে পড়ে গেল তার। জিজ্ঞেস করলাম মহিলার কথাটা ঠিক কিনা। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক চীনে মহিলা," ডাক্তার বলল। "সে নিজেও খুব অসুস্থ ছিল। হাসপাতালে পৌঁছেই মারা গিয়েছিল।" তারপর শেষ প্রশ্নটা করলাম। বোধহয় তুমিও আন্দাজ করতে পারছ কি সেটা। মহিলা কমবয়সী ছিল কিনা জিজ্ঞেস করলাম। ডাক্তার প্রথমে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, তারপর বলল, "না, না, বুড়ী—থুথুড়ে বুড়ী। এত বয়স্ক মানুষ জীবনেও দেখিনি আমি।"'

BanglaBook.org

কিশোর ক্লাসিক

জেমস হিলটন-এর

লস্ট হরাইজন

রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন